Printer Srilal Jain
JAIN SIDDHANT PRAKASHAK PRESS
9 Visvakosha Lane Baghbazar
CALCUTTA

দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত

জৈনগ্রন্থ

মূল্য

গোম্মটসার—মূল প্রাকৃত, সংস্কৃত টীকা এবং হিন্দী অনুবাদ সহ পৃষ্ঠাস খ্যা ৪১১০ (জীব ও কর্ম্মসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তগ্রন্থ) ৪১৲

চারিত্রসার—হিন্দী অনুবাদ সহ ২

আরাধনাসার — ঐ ১৲

মকরধ্বজপরাজয়—(নাটক) হিন্দীভাষায় ।০

জিনদত্ত-চরিত— ঐ ।০

পরীক্ষামুখস্যায়—হিন্দী এবং বঙ্গানুবাদ সহ ।৵

সংশয়িবদনবিদারণ—হিন্দী অনুবাদ সহ ১৶০

গ্রন্থত্রয়ী—(তত্ত্বানুশাসন বৈরাগ্যমণিমালা ও ইষ্টোপদেশ) হিন্দী অনুবাদ সহ ৸০

পাত্রকেশরী-স্তোত্র—হিন্দী অনুবাদ সহ ।০

তত্ত্বার্থরাজবার্ত্তিকালঙ্কার—ভট্টাকলঙ্কদেব কৃত (জৈন দর্শনের টীকা সহ সংস্কৃত) ৩৲

সময়প্রাভৃত—মূল প্রাকৃত সংস্কৃত টীকা সহ (অধ্যাত্মশাস্ত্র—বৈদান্তিকের অবশ্যদর্শনীয়) ২।

শব্দার্ণবচন্দ্রিকা—জৈনেন্দ্রব্যাকরণ টীকা সহ ২।

স্বামীকার্ত্তিকেয়ানুপ্রেক্ষা—প্রাকৃত মূল ও হিন্দী অনুবাদ ৸০

দ্বাদশানুপ্রেক্ষা—হিন্দী অনুবাদ সহ বিরাগ্য গ্রন্থ ।

ধর্ম্মপরীক্ষা—(মহাভারত রামায়ণের আলোচনাত্মক সংস্কৃত উপন্যাসের হিন্দী অনুবাদ) ৶০

মূল্য

বিমল পুরাণ— ১।০

নিত্যনিয়ম পূজা—সংস্কৃত ও হিন্দী পদ্যে ৷৶০

ভদৈয়া পূজাসংগ্রহ—(সংস্কৃত ও হিন্দীভাষায় জৈন পূজার গ্রহ) ।

নিত্যনিয়ম পূজা—হিন্দী অনুবাদ সহ ।

তত্ত্বার্থরাজবার্ত্তিকালঙ্কারভাষা—হিন্দীভাষানুবাদ সহ, দুই অধ্যায় পৃষ্ঠা ৭৮ ৬৲

জৈনধর্ম্মশিক্ষক—(প্রথম ভাগ) হিন্দী ৵১

ঐ (দ্বিতীয় ভাগ) হিন্দী ⁄

ঐ (তৃতীয় ভাগ) হিন্দী ৶

জৈনবালবোধক—(প্রথম ভাগ) হিন্দী বর্ণশিক্ষা সহ ।০

ঐ (দ্বিতীয় ভাগ) হিন্দী ।৶

ঐ (তৃতীয় ভাগ) হিন্দী ২৫০ পৃষ্ঠা ৷৶

ঐ (চতুর্থ ভাগ) যুবা ও বৃদ্ধের তুল্য উপকারক — ১৶

দ্রব্যসংগ্রহ—জৈনদর্শনের প্রাকৃত গ্রন্থ হিন্দী অনুবাদ সহ ৶

পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায়—অহিংসাধর্ম্মের বৃহৎ গ্রন্থ বঙ্গানুবাদ সহ (যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান —

শ্রীলাল জৈন কাব্যতীর্থ

সেক্রেটারী—ভারতীয় জৈনসিদ্ধান্তপ্রকাশিনী-সংস্থা,

৯ বিশ্বকোষ লেন, পোঃ বাগবাজার,

কলিকাতা।

ভূমিকা

নাম দেখিয়া ইহার সহিত হিন্দুদিগের পদ্মপুরাণের কোন সাদৃশ্য আছে এ কথা যেন কেহ কল্পনাও করেন না। ইহা জৈনদিগের মহাপুরুষ পদ্ম বা রামচন্দ্রের চরিত্র অবলম্বনে লিখিত। সুতরাং ইহার সহিত হিন্দুদিগের রামায়ণের অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে।

আমি দুইখানি পদ্মপুরাণ দেখিয়াছি—একখানি অপভ্রংশ প্রাকৃত ভাষায় ও অপরখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। প্রাকৃত গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়াছে; উহার নাম পউমচরিয়ম্, সংস্কৃতখানি এখনও মুদ্রিত হয় নাই। প্রাকৃত গ্রন্থখানি বিমলাচার্য্যের রচিত এবং ইহা একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। এখানি মহাবীরের নির্ব্বাণের ৫৩০ বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছে। বিমলাচার্য্য বলিয়াছেন—

> "পঞ্চেব য় বাসসয়া দুসমায়ে তীসবরিস সংজুত্তা।
> বীরে সিদ্ধিমুবগএ তও নিবদ্ধং ইমং চরিয়ম্।"
>
> পউমচরিয়ম্—১১৮।১০৩।

সংস্কৃত গ্রন্থখানি রবিষেণাচার্য্য কর্তৃক রচিত এবং ইহা অপেক্ষাকৃত নবীন। ইহা মহাবীরের নির্ব্বাণের ১২০৩½ বৎসর পরে অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্য বা শেষভাগে রচিত। ইহা প্রাকৃত মূলকে অবলম্বন করিয়াই লিখিত। শুনিয়াছি—আরও একখানি প্রাকৃত ও একাধিক সংস্কৃত পদ্মপুরাণ আছে, তবে সে সকল আমি দেখি নাই।

এই পদ্মপুরাণ এক বিশাল গ্রন্থ। ইহা ১১৮ অধ্যায় বা পর্ব্বে সমাপ্ত। ইহাতে রামচন্দ্রের চরিত্র সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ফলকথা, এই গ্রন্থকে জৈনদিগের রামায়ণ বলা যাইতে পারে।

আমি যে দুইখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিলাম তাহার একখানিও হিন্দু রামায়ণের মত প্রাচীন গ্রন্থ নহে সত্য, তবে জৈনদিগের মধ্যেও যে রাম কথা বহুদিন হইতে লোকপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। বিমলাচার্য্য তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় সে কথা স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

"নামাবলিয়নিবদ্ধং আয়রিয়পরংপরাগয় সব্বম্।
বোচ্ছামি পউমচরিয়ং অহাণুপুব্বিং সমাসেণ॥"

পউমচরিয়ম্—১।৮।

এই পদ্মপুরাণ বা জৈন রামায়ণের মূল কোথায় তাহা বলিতে পারি না। তবে বাল্মীকির রামায়ণ ও এই 'রামায়ণের' তুলনামূলক আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজনীয়। সে আলোচনায় অনেক সুফললাভের আশা করা যাইতে পারে সন্দেহ নাই।

জৈনদিগের এই প্রাচীন রামকথা বাল্মীকির পরবর্ত্তীকালে রচিত হইলেও ইহা প্রাচীন তাহা নিশ্চিত। বোধ হয়, হিন্দুদিগের পদ্মপুরাণান্তর্গত ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত রামচরিত্র তত প্রাচীন নহে।

এ অবস্থায় বাল্মীকির গ্রন্থ ও ইহার তুলনামূলক আলোচনা করিলে বাল্মীকির গ্রন্থের অনেক স্থলে যে সকল প্রক্ষিপ্ত অংশ কালক্রমে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহাদের কোন কোনটী যে ধরা পড়িবে ইহা নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে আশা করা যাইতে পারে।

এক্ষেত্রে সুধীগণের বিচারের জন্য একটী বিষয় উপস্থিত করা যাইতে পারে।

রামায়ণ প্রভৃতি হিন্দুগ্রন্থে হনুমান্‌কে বানর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে এবং পরবর্ত্তী হিন্দুদিগের ভাষাসাহিত্যেও হনুমানের দীর্ঘ লাঙ্গুল ও অন্যান্য বানরোচিত অঙ্গের এবং বিবিধ বানরোচিত ব্যবহারের বর্ণনার অভাব নাই। আজ পর্য্যন্ত হিন্দুগণ হনুমান্‌কে বানর বলিয়াই জানেন এবং হনুমানের উপাসকগণ বানরত্বের চিহ্নস্বরূপ তাহার মূর্ত্তিতে লাঙ্গুল সংযোগ করিয়া থাকেন। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতে হনুমান্ বানর ছিলেন না; 'তিনি ভারতের আদিম অধিবাসী কোন অনার্য্যের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেই বংশ আর্য্যদিগের নিকট "বানরবংশ" এই আখ্যা লাভ করিয়াছিল। কারণ অনার্য্যদিগের প্রতি আর্য্যদিগের ঘোর বিদ্বেষবশতঃ আর্য্যগণ তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া 'রাক্ষস' 'দস্যু' 'বানর' প্রভৃতি বলিতেন। এরূপ করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল—অনার্য্যগণের আচারব্যবহার আর্য্যগণের আচারব্যবহার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল।' আর্য্যদিগের অনভিমত আচার পালন করায় কোন জাতি 'দস্যু', কোন জাতি 'বানর', কোন জাতি বা 'রাক্ষস' আখ্যা লাভ করিল। পরবর্ত্তীকালে হিন্দুগণ রাক্ষসজাতিকে নরভোজী রাক্ষস এবং বানর

জাতিকে চতুষ্পদ শাখামৃগ বলিয়া ভ্রম করিলেন, এবং বানর নামক অনার্য্য জাতির বংশধর হনুমানের লাঙ্গুলের ব্যবস্থা করিলেন।

এরূপ হওয়া যে অতিশয় স্বাভাবিক, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনার্য্যজাতি-গণের রচিত কোন গ্রন্থ যদি আজ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তাহাতে আর্য্য-দিগেরও এইরূপ বিবিধ আখ্যা বা epithet পাওয়া যাইত বলিয়া মনে হয়।

যাহা হউক, এই ত গেল ব্রাহ্মণাধিকারিদিগের কথা। জৈনদিগের পুরাণ আলোচনা করিলে, এ বিষয়ে কিছু নূতন সংবাদ পাওয়া যায়। তাহাতে হনুমান্ সম্বন্ধে যে বিবরণ আছে, তাহাতে তাঁহাকে বানররূপে বর্ণনা করা হয় নাই এবং রাবণকেও রাক্ষস বলা হয় নাই। সেখানে রাবণ ও হনুমান্‌কে বিদ্যাধরবংশীয় আর্য্যজাতীয় পুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

রাবণ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সেই বংশের একজনের নাম ছিল রাক্ষস, তাই বংশের নাম হইল রাক্ষস বংশ। আর, হনুমান্ যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে বংশের রাজারা মৌড় মুকুটে এবং ধ্বজায় বানরচিহ্ন ধারণ করিত; তাই বংশের নাম হইল বানর বংশ। (বানরযুক্ত ধ্বজ (ধ্বজদণ্ড) যাহাদের তাহারা 'বানর বংশ'—কেহ কেহ বানরবংশের এইরূপ ব্যুৎপত্তিগত অর্থ করিয়া থাকেন।) এই বংশকে কোন কোন স্থলে বানরকেতুও বলা হইয়াছে।*

জৈনদিগের এই প্রাচীন বিবরণ আলোচনা করিলে কি ইহা মনে হয় না যে ইঁহাদের গ্রন্থেই আসল tradition বা পুরুষপরম্পরাগত বিবরণী রক্ষিত হইয়াছে। পরবর্ত্তীকালে হিন্দুগণ স্বকীয় আচারপদ্ধতির বিরোধী বানর ও রাক্ষস বংশীয়গণকে জনসাধারণের নিকট উপহাসাস্পদ, ঘৃণিত ও অপদস্থ করিবার জন্যই তাহাদিগের বিকটাকৃতি ও পশুজনোচিত ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য এ বিষয়টী গুরুতর ও পণ্ডিতগণের প্রণিধানযোগ্য।

---

* [illegible]।
বিদ্যাধরা মহা শক্তি বানরা ইতি বিশ্রুতাঃ। পদ্মপুরাণ—৬।২১৫।
[illegible]।
[illegible]। পদ্মপুরাণ—৮।৩৫৮।

† [illegible]

জৈনদিগের বিবরণ পাঠ করিলে ইহাও মনে হয় যে বানর বা রাক্ষস বীরগণ অনার্য্য ছিলেন না। হিন্দুরামায়ণেও তাঁহাদের যেরূপ বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান বাহুল্য ও নৈপুণ্যের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে তাহারা আর্য্যবংশোদ্ভূত অথবা অনার্য্য হইলেও বিশেষ সভ্য ছিল বলিয়াই মনে হয়। তবে হয় ত তাহারা ব্রাহ্মণ্য আচারের বিরোধী ছিল অথবা অন্য কোনওরূপে আর্য্যদিগের বিরোধিতা করিত এবং সেইজন্যই আর্য্যদিগের হাতে তাহাদিগের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। এ বিষয়—ভবিষ্যতে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল।

আর এক কথা, রামায়ণের এইরূপ বিবিধ version বা বিবরণ আলোচনা করিলে অর্কাচীন ভাষারামায়ণসমূহের যে সকল ঘটনার মূল আজ পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহা পরিষ্কৃত হইবে এরূপ আশা করাও বোধ হয় অসঙ্গত নহে; কারণ ভাষারামায়ণকারগণ এইরূপ বিবিধগ্রন্থ আলোচনা করিয়া এবং কখনও কখনও বা কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া জনসাধারণের রুচির অনুকূল ঘটনা উপনিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

এইসকল কারণেই, আমি 'জিনবাণী' প্রকাশের প্রধান উদ্যোক্তা ও অদম্য উৎসাহী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পান্নালাল বাকলীওয়াল মহাশয়ের অনুরোধে জৈন পদ্মপুরাণের বিবরণ সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণন করিবার জন্য উদ্যোগী হইয়াছিলাম। ইতোমধ্যে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল শীল মহাশয় গত চৈত্র মাসের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' পত্রিকায় 'জৈনসাহিত্যে রামকথা' নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছেন দেখিয়া আমি আমার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিলাম। কিন্তু অমৃতবাবুর বিবরণ নিতান্ত সংক্ষিপ্ত হওয়ায় ও পণ্ডিতজী জৈনপদ্মপুরাণ সম্বন্ধে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক তাঁহার সভা হইতে প্রকাশিত করায় অভিলাষ প্রকাশ করায় আমি জৈন পদ্মপুরাণের ঘটনাবলীর এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখি এবং উহা ক্রমশ জিনবাণী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এক্ষণে তাহাই জিনবাণী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিয়া স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করা হইল।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী।

ওঁ

জৈন-পদ্মপুরাণ

(কথাসার)

(১)

আদি তীর্থঙ্কর* ঋষভদেবের সময় হইতে ইক্ষ্বাকুবংশ প্রবর্ত্তিত হয়। এই বংশেরই অপর নাম সূর্য্যবংশ। এই বংশে ভগবান ঋষভদেবের পর অনেক রাজা, মহারাজ ও মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এইবংশে সর্ব্বরথ নামে এক রাজা উৎপন্ন হয়েন। সর্ব্বরথের পুত্র দ্বিরদরথ, দ্বিরদরথের পুত্র সিংহদমন, সিংহদমনের পুত্র হিরণ্যকশিপ, হিরণ্যকশিপের পুত্র পুঞ্জস্থল, পুঞ্জস্থলের পুত্র মহাপরাক্রমশালী রঘু। রঘুর অরণ্য নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এই অরণ্যের পৃথিবীমতী নাম্নী রাণীর গর্ভে অনন্তরথ ও দশরথ নামে দুই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল †

মাহিষ্মতী নগরের রাজা সহস্ররশ্মি অরণ্যের পরম বন্ধু ছিলেন। লঙ্কাধিপতি রাবণ সহস্ররশ্মিকে পরাজিত করিলে তিনি সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিতে উদ্যত হন এবং পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে নিজ মিত্র অরণ্যের নিকট দীক্ষাগ্রহণের সংবাদ প্রেরণ করেন। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মহারাজ অরণ্য নিজ কনিষ্ঠপুত্র দশরথের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র অনন্তরথের সহিত মুনিদীক্ষাগ্রহণ করেন এবং কঠিন তপস্যার বলে সমস্ত কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া নির্ব্বাণলাভ করেন।

এদিকে রাজা দশরথ অযোধ্যানগরে অবস্থান করিয়া রাজধর্ম্ম পালন করিতে থাকেন। তিনি যৌবনের প্রারম্ভে স্বীয় পরাক্রমবলে পৃথিবীমধ্যে যথেষ্ট

---

* জৈনধর্ম্মের প্রচারক মহাপুরুষবিশেষকে জৈনগণ 'তীর্থঙ্কর' বলিয়া থাকেন। হিন্দু পুরাণমতে সূর্য্যবংশের বংশধর মহারাজ ইক্ষ্বাকু হইতে এই বংশ প্রবর্ত্তিত হয়। সেই জন্যই ইহার নাম সূর্য্যবংশ বা ইক্ষ্বাকুবংশ।

† হিন্দুরামায়ণে সর্ব্বরথ দ্বিরদরথ প্রভৃতির স্থলে নামান্তর দেখিতে পাওয়া যায় এবং রঘুর পুত্র অরণ্য ও দশরথের ভ্রাতা অনন্তরথের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং দরভহল নামক নগরের রাজা কোশলের ঔরসে রাণী অমৃতপ্রভার গর্ভজাত কৌশল্যা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। তাহার পর তিনি কমলসকুল নামক প্রসিদ্ধ নগরের রাজা সুবন্ধুর মিত্রা নাম্নী রাণীর গর্ভজাত কন্যা সুমিত্রাকে বিবাহ করেন। তৎপরে, অন্য এক নগরের রাজা মহারাজ তিলকের সুলতা নাম্নী রাণীর গর্ভজাত কন্যা সুপ্রভাকে বিবাহ করেন।*

রাজা দশরথ রাজ্য মধ্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়া সম্যগদর্শনকে† রত্নের মত মনে করিয়া দৃঢ়তার সহিত ধারণ করেন এবং রাজ্যকে তৃণের মত ঘৃণা করিতে থাকেন। কারণ, রাজ্যত্যাগ করিতে না পারিলে নরকগমন এবং রাজ্যত্যাগ করিলে স্বর্গ বা মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে মহারাজ ভরত চক্রবর্ত্তী অযোধ্যায় যে সকল চৈত্যালয় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন মহারাজ দশরথ সেগুলির সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করায় সেগুলি নূতনের মত দেখাইতে লাগিল। তাহার পর মহারাজ দশরথ রত্নধারা তীর্থঙ্করদিগের গর্ভজন্মাদি কল্যাণক স্থানগুলির পূজা করিলেন।

একদিন মহারাজ দশরথ সভায় বসিয়াছিলেন। সেই সময় ব্রহ্মচারী নারদ আকাশ হইতে অবতরণ করিয়া সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মহারাজ দশরথের নিকট নিজের সুমেরুপর্ব্বত, বিদেহক্ষেত্র প্রভৃতি স্থানের ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও উৎসবাদির কথা এক এক করিয়া বর্ণনা করিলেন। পরে তাঁহাকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া যাইয়া বলিলেন—"আমি ভ্রমণ করিতে করিতে লঙ্কায় রাবণের সভায় যাইয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে রাবণ এক জ্যোতিষীর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন— কি কারণে আমার মৃত্যু হইবে? তখন জ্যোতিষী বলিলেন— রাজা দশরথের পুত্র ও রাজা জনকের কন্যা হইতেই তোমার মৃত্যু হইবে। ইহা শুনিয়া রাবণ বড়ই চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। তখন বিভীষণ বলিলেন—'আপনার চিন্তিত হইবার কোনও প্রয়োজন নাই পুত্র বা কন্যা জন্মিবার পূর্ব্বেই আমি দশরথ ও জনকের শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিব। বিভীষণ আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন—'মহাশয় আপনি সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। আপনি কি এই দুই রাজার খবর কিছু বলিতে পারেন?' তখন আমি বলিলাম, 'আমি বহুদিন যাবৎ উঁহাদের নিকট যাই নাই। উঁহাদের নিকট যাইয়া দুইজনেরই

---

* হিন্দুরামায়ণমতে কৌশল্যা কোশলদেশের রাজার কন্যা। উহাতে মহারাজ দশরথের সুপ্রভা নাম্নী রাণীর এবং কমলসকুল নামক নগরের ও সুবন্ধুরাজার উল্লেখ পাওয়া যায় না।

† সপ্ততত্ত্ব কিম্বা সত্যদেব সত্যগুরু ও সত্যশাস্ত্রের শ্রদ্ধাকে সম্যগ্দর্শন বলা হয়।

খবর লইয়া আসিব ও আপনার নিকট বলিব।'' এই বলিয়া আমি দ্রুতবেগে আপনার নিকট চলিয়া আসিয়াছি। মহারাজ, আপনি কিছুদিনের জন্য যদি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া দেশান্তরে যান, তাহা হইলে বড়ই ভাল হয়। বিভীষণ আপনাকে বধ করিবার জন্য নিশ্চয়ই আসিবেন। আমি শীঘ্রই জনকের নিকটও এই খবর দিবার জন্য চলিলাম।''

এই বলিয়া ব্রহ্মচারী নারদ আকাশমার্গে অতি দ্রুতবেগে বিদেহের রাজধানী মিথিলানগরীতে উপস্থিত হইলেন এবং জনককেও সাবধান করিয়া দিলেন। তখন উভয়ের মন্ত্রিগণ উভয়কে ছদ্মবেশ ধারণ করাইয়া দেশান্তরে ভ্রমণ করিবার জন্য পাঠাইলেন। আর দুই জনেরই দুই কৃত্রিম মূর্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া দেওয়া হইল এবং প্রকাশ করিয়া দেওয়া হইল যে মহারাজ শরীরের অসুস্থতা নিবন্ধন অন্তঃপুরেই অবস্থান করিতেছেন। এমনই গুপ্তভাবে এই সকল ব্যাপারের অনুষ্ঠান করা হইল যে মহারাজ দশরথ ও জনক এবং তাঁহাদের দুই মন্ত্রী ব্যতীত এ বিষয়ে আর কেহ দুণাক্ষরেও কিছু জানিতে পারিল না।

তাহার পর বিভীষণ নিজ প্রতিজ্ঞানুসারে একজন বিশ্বস্ত দূতকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু বহুদিন মধ্যে দূতের কোন সংবাদ না পাওয়ায় অবশেষে তিনি স্বয়ং অযোধ্যা এবং মিথিলায় গমন করিয়া দুই রাজারই প্রতিমূর্তির মাথা কাটিয়া ফেলিলেন এবং সেই মাথা দুইটী রাবণের নিকট লইয়া যাইয়া তাঁহাকে দেখাইলেন।

রাবণ নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু এই অহিত কার্য্য করায় বিভীষণের মনে বড়ই অনুতাপ জন্মিল। তিনি ভাবিলেন— আমি অনর্থক দুইজন মহাপুরুষের প্রাণসংহার করিয়া গুরুতর অন্যায় করিয়াছি।' এই ভাবিয়া তিনি প্রায়শ্চিত্তের জন্য জিনমন্দিরে গমন করিয়া যথোচিত পূজাদির অনুষ্ঠান করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন—'ভবিষ্যতে কখনও আমি এরূপ পাপকার্য্য করিব না।'

এদিকে মহারাজ দশরথ ও মহারাজ জনক এই দুইজনে মিলিত হইয়া দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে উত্তরদিগ্বিভাগে একদিন কৌতুকমঙ্গল* নামক নগরের সমীপে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে শুভমতি নামক এক রাজা ছিলেন। রাণী পৃথুশ্রীর গর্ভে তাঁহার কেকয়ী নাম্নী এক অতি সুন্দরী কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল†। বয়োবৃদ্ধিসহকারে কেকয়ী রূপে ও গুণে

---

* এইরূপ কোন স্থানের নাম বাল্মীকির রামায়ণে নাই।

† বাল্মীকির রামায়ণের মতে কেকয়ী কেকয়দেশের রাজার কন্যা।

অদ্বিতীয়া হইয়া উঠিলেন। সমস্তপ্রকার বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিল। চতুঃষষ্টি কলায় তাঁহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল।

যোগ্য বর না পাওয়ায় শুভমতি কন্যার বিবাহের জন্য স্বয়ম্বরসভার অনুষ্ঠান করিলেন। দেশদেশান্তর হইতে বহু রাজা ও রাজকুমার মহামূল্য উজ্জ্বল বেশে সজ্জিত হইয়া স্বয়ম্বরসভায় উপস্থিত হইলেন। মহারাজ দশরথ ও মহারাজ জনকও সেই স্বয়ম্বর দেখিবার জন্য তাঁহাদের সেই দীন ছদ্মবেশে তথায় উপস্থিত হইলেন।

কেকয়ী উপস্থিত সকল রাজার পরিচয় জানিয়া লইলেন এবং এককোণে দণ্ডায়মান মহারাজ দশরথকে মনে মনে বরণ করিয়া সকলকে দেখাইবার জন্য তাঁহার গলায় বহুমূল্য রত্ননির্মিত বরমাল্য অর্পণ করিলেন। ইহা দেখিয়া 'কন্যা উপযুক্ত বর প্রাপ্ত হইয়াছে' এইরূপে মনে করিয়া শুভমতি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন।

সমবেত রাজমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে ব্যর্থমনোরথ হইয়া স্ব স্ব রাজ্যাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু অনেকে বলিতে লাগিলেন—'এই রাজকুমারী সমবেত প্রসিদ্ধ রাজা ও মহারাজকে পরিত্যাগ করিয়া এক অজ্ঞাতকুলশীল দীনব্যক্তির গলায় বরমাল্য অর্পণ করিল, ইহা তাহার মূর্খতা বই আর কিছুই নহে।'

পরস্পর এইরূপ কথোপকথনের পর তাঁহারা স্থির করিলেন যে দশরথের নিকট হইতে তাঁহারা রাজকুমারীকে বলপূর্বক অপহরণ করিয়া লইয়া যাইবেন।

তখন রাজা শুভমতি দশরথকে বলিলেন—'আমি এই দুষ্টদিগকে নিবারণ করিতেছি, তুমি কেকয়ীকে রথে বসাইয়া স্থানান্তরে লইয়া যাও।' ইহা শুনিয়া মহারাজ দশরথ হাসিয়া বলিলেন—'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি এখনই আপনার সম্মুখে ইহাদিগকে দূর করিয়া দিতেছি।' এই বলিয়া তিনি রথের উপর চড়িয়া বসিলেন এবং সকলকলাভিজ্ঞা কেকয়ী সারথি হইয়া রথ চালাইতে লাগিলেন। তখন সমবেত প্রসিদ্ধ রাজগণের সহিত মহারাজ দশরথের যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে রাজগণ পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিলেন। কেকয়ীর রথচালনার নৈপুণ্যেই মহারাজ দশরথ এত শীঘ্র এত বহু শত্রুর মধ্যে বিজয়লাভ করিলেন।*

---

* হিন্দুদিগের রামায়ণে [illegible] উল্লিখিত বৃত্তান্ত দশরথ ও জনকের কন্যার জন্ম বিভীষণের আগমন প্রতিমূর্তির শিরশ্ছেদ দশরথ ও জনকের ছদ্মবেশে দেশভ্রমণ এবং কেকয়ীর এরূপ স্বয়ম্বরবৃত্তান্তের উল্লেখ নাই।

তারপর দশরথ কৌতুকমঙ্গল নগরে যাইয়া যথানিয়মে কেকয়ীর পাণিগ্রহণ করিলেন এবং গীতবাদ্য ও বিবিধ উৎসবের মধ্যে অযোধ্যানগরে ফিরিয়া আসিলেন। সেখানে পুনরায় তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইল। মহারাজ জনকও মিথিলানগরে ফিরিয়া গেলেন এবং সেখানে তাঁহারও পুনরায় রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

একদিন মহারাজ দশরথ তাঁহার অপর রাণীদিগের সমক্ষে কেকয়ীকে বলিলেন—'তোমার রথচালনার চাতুর্যে আমি বিজয়লাভ করিয়াছি এবং বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছি। এখন তোমার যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ বর আমার নিকট হইতে লইতে পার।' তখন কেকয়ী বিনীতভাবে বলিলেন—'আমি এখন বর প্রার্থনা করিব না। যখন আমার প্রয়োজন হইবে আমি তখন উহা চাহিয়া লইব।' তাহাতে রাজা বলিলেন—'বেশ কথা। তুমি যখনই প্রয়োজন বোধ কর তখনই বর চাহিয়া লইও।'*

এই প্রকারে মহারাজ দশরথ চার রাণীর সহিত বিবিধ সুখভোগের মধ্যে আনন্দে রাজ্য করিতে লাগিলেন।

(২)

কালক্রমে মহারাজ দশরথের চারি রাণীর গর্ভে চারিটী সুন্দর পুত্র জন্মিল। কৌশল্যার গর্ভজাত পুত্রের নাম হইল রামচন্দ্র, সুমিত্রার গর্ভের পুত্রের নাম হইল লক্ষ্মণ, কেকয়ীর গর্ভের পুত্রের নাম হইল ভরত এবং সুপ্রভার গর্ভে যে পুত্র জন্মিল তাহার নাম হইল শত্রুঘ্ন†।

চারিপুত্রের জন্মের সময়ই নানারূপ উৎসবের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল—দরিদ্রদিগকে প্রচুর অর্থদান করা হইয়াছিল—জিন মন্দিরে 'মণ্ডলবিধান'‡ প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্যেরও যথাবিধি অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। বয়োবৃদ্ধি হইলে চার ভাইকেই বিবিধ বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল—বিশেষত

---

* হিন্দুরামায়ণমতে দশরথ একবার যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হইলে কেকয়ী বিশেষ আগ্রহ ও যত্নের সহিত তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া দশরথ আরোগ্যলাভের পর তাঁহাকে বর দিতে চাহেন।

† হিন্দু রামায়ণমতে দশরথের কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা এই প্রধান তিন রাণীর গর্ভে যথাক্রমে রাম ভরত এবং লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন এই চারিপুত্র জন্মগ্রহণ করে।

‡ আলিপনা বা মণ্ডল রচনা করিয়া তাহার উপর দেবতাদিগের পূজা।

ধনুর্বিদ্যায় অভিজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা ধনুর্বেদ উত্তমরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এইরূপ শিক্ষার ফলে চারি ভ্রাতাই অচিরকালমধ্যে সর্ববিদ্যা পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

এই সময় চম্পাপুরের রাজা চক্রধ্বজের মনস্বিনী নাম্নী রাণীর গর্ভজাতা চিত্রোৎসবা নাম্নী এক অতি সুন্দরী কন্যা পাঠশালায় পড়িতে যাইত। ঐ রাজার পুরোহিতের পুত্র পিঙ্গলও ঐ পাঠশালায়ই পড়িত। এই প্রসঙ্গে চিত্রোৎসবা ও পিঙ্গলের মধ্যে পরস্পর প্রীতির সঞ্চার হয়। পিঙ্গল একদিন চিত্রোৎসবাকে বলিল—'দেখ মহারাজ আমার সহিত তোমার বিবাহ অনুমোদন করিবেন না। অতএব চল আমরা দুইজনে কোথাও পলাইয়া যাই।'

তাহার পর পিঙ্গল রাজকন্যাকে লইয়া অন্য রাজার অগম্য* বিদর্ভরাজ্যে গমন করিল এবং নগরের বহির্দেশে এক কুটীর নির্মাণ করিয়া সেই স্থানে দুইজনে বাস করিতে লাগিল। তাহারা কাষ্ঠ বেচিয়া অতিকষ্টে জীবিকার্জন করিত।

এদিকে বিদর্ভের রাজা প্রকাশসিংহের পুত্র কুণ্ডলমণ্ডিত একদিন চিত্রোৎসবাকে দেখিতে পাইয়া তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া গেল এবং তাহার নিকট এক দূতী পাঠাইয়া তাহাকে নিজের প্রাসাদে ডাকিয়া আনিল ও তাহার সহিত সুখভোগ করিতে লাগিল। পিঙ্গল স্ত্রীর অপহরণে উন্মত্তপ্রায় হইল। সে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন আর্য্যগুপ্তি নামক এক মুনির দর্শন প্রাপ্ত হইল এবং তাঁহার উপদেশানুসারে দিগম্বরমুনিব্রত গ্রহণ করিল। মৃত্যুর পর সে ভবনবাসী দেব† হইল। চিত্রোৎসবা ও কুণ্ডলমণ্ডিত শ্রাবকব্রত ধারণান্তর মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং পরজন্মে দুই জনেই মহারাজ জনকের

---

* অগম্য এই বিশেষণটীর তাৎপর্য্য কি তাহা বুঝিলাম না। বোধ হয় বিদর্ভরাজ খুব প্রবলপরাক্রান্ত ছিলেন এবং তাঁহার রাজ্যের চারিদিক্ দুর্ভেদ্য প্রাকার ও দুস্তর পরিখার পরিবেষ্টিত ছিল। সেই জন্যই বিদর্ভরাজ্যকে অগম্য বলা হইয়াছে।—তবে এ যাহা বলা হইল তাহা অনুমানমাত্র। প্রকৃত তাৎপর্য্য কি বলা কঠিন।

† জৈনমতে দেবতাদিগের চারিপ্রকার ভেদ আছে। যে সকল দেবতা ঊর্দ্ধলোকে বাস করেন তাঁহারা বৈমানিক দেবতা। চন্দ্র সূর্য্য তারকা প্রভৃতি জ্যোতিষদেবতা পৃথিবী হইতে ৭৯ যোজন (২ ক্রোশে এক যোজন) এবং তদূর্দ্ধ স্থানে ইঁহারা বাস করেন। কিন্নর কিম্পুরুষ গন্ধর্ব প্রভৃতি ব্যন্তর দেবতা ইঁহারা গিরি গিরিগুহা ও বৃক্ষাদিতে বাস করেন। অসুর নাগ বিদ্যুৎ অগ্নি বায়ু প্রভৃতি ভবনবাসী দেবতা। ইঁহারা অধোলোকে বাস করেন।

রাণী বিদেহার গর্ভে অর্পিত হইল। পিঙ্গল জানিতে পারিল তাঁহার শত্রু চিত্রোৎসবা ও কুণ্ডলমণ্ডিত বিদেহার গর্ভে রহিয়াছে। তাই, বিদেহা যমজ পুত্র ও কন্যা প্রসব করিবামাত্র সে 'কুণ্ডলমণ্ডিত আমার স্ত্রী হরণ করিয়াছিল। অতএব তাহাকে ইহার উপযুক্ত শাস্তি দিতে হইবে' এই মনে করিয়া ঐ পুত্রকে উঠাইয়া লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু পরে পাপের ভয়ে ভীত হইয়া উহার কানে একটী কুণ্ডল পরাইয়া দিল এবং সেই অবস্থায় উহাকে পর্ণলঘুবিদ্যার* বলে আকাশ হইতে পৃথিবীতে ফেলিয়া দিল। বিজয়ার্দ্ধ গিরির দক্ষিণদিকে রথনূপুর নামক স্থানের রাজা চন্দ্রগতি বিদ্যাধর আকাশ হইতে পড়িতে দেখিয়া উহাকে উঠাইয়া লইলেন। তিনি শিশুটীকে মহাশক্তিসম্পন্ন বলিয়া বুঝিলেন এবং উহাকে নিজের নিদ্রিত রাণী পুষ্পাবতীর ক্রোড়ে দিয়া বলিলেন—'এই দেখ, তোমার পুত্র জন্মিয়াছে।' এই বলিয়া রাণীকে জাগাইলেন এবং 'এ খুব বড় ঘরের ছেলে' এইরূপ নানা কথা বলিয়া রাণীকে তাহার পালনে সম্মত করিলেন। তাহার পর, যথাবিধি পুত্রের জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া তাহার নাম রাখিলেন—'ভামণ্ডল'।

এদিকে পুত্র জন্মিবার সময়েই এই অসম্ভাবিতপূর্ব্ব দৈব দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় মহারাজ জনক ও রাণী বিদেহা বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং পুত্রের অন্বেষণের জন্য সর্ব্বত্র লোক পাঠাইলেন; কিন্তু কোনই অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। তখন কন্যার অলৌকিক সৌন্দর্য্যের দিকে চাহিয়া তাঁহারা কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন। তাঁহারা এই কন্যার নাম রাখিলেন—'সীতা'।†

(৩)

— বৈতাঢ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে এবং কৈলাসপর্ব্বতের উত্তরে যে সকল দেশ আছে তাহাদের মধ্যে এক দেশে অধর্ম্মী মূর্খ ম্লেচ্ছগণ বাস করিত।

---

১ হিন্দুদিগের মধ্যেও দেবতাদিগের এইরূপ বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। নিরুক্তকার যাস্ক দ্যুস্থান দেবতা পৃথিবীস্থান দেবতা অন্তরীক্ষস্থান দেবতা এইরূপে দেবতাদিগের নানা বিভাগ করিয়াছেন। যে সকল দেবতা পৃথিবীতে থাকেন তাঁহারা পৃথিবীস্থান যাঁহারা স্বর্গে থাকেন তাঁহারা দ্যুস্থান এবং যাঁহারা অন্তরীক্ষে থাকেন তাঁহারা অন্তরীক্ষস্থান।

* যে বিদ্যার বলে আকাশ হইতে কোনও দ্রব্য মাটিতে ফেলিয়া দিলে উহা অক্ষত অবস্থায় আসিয়া পড়িয়া যায় তাহার নাম "পর্ণলঘু বিদ্যা"।

† —হিন্দুরামায়ণে সীতার এরূপ জন্মবৃত্তান্ত দেখা যায় না তিনি অযোনিসম্ভবা বলিয়াই হিন্দুদিগের নিকট পরিচিত। ঐ গ্রন্থে জনকের স্ত্রী বিদেহা বা সীতার কোনও ভ্রাতার উল্লেখ নাই।

ঐ দেশের ময়ূরমালা নামক নগরের আতরঙ্গ নামক ম্লেচ্ছ রাজা অনেক ম্লেচ্ছ সৈন্যসহ দেশ জয় করিতে বহির্গত হয়েন। তিনি নানাদেশ লুণ্ঠন করিতে করিতে জনকরাজার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ম্লেচ্ছসৈন্য অতিশয় পরাক্রমশালী ও দুর্দ্ধর্ষ ইহা বুঝিয়া জনক মহারাজ দশরথের নিকট ম্লেচ্ছদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য রামলক্ষ্মণকে পাঠাইবার অনুরোধ করিয়া দূত পাঠাইলেন।*

রামলক্ষ্মণ আসিয়া সমস্ত ম্লেচ্ছসৈন্যকে পরাভূত করিয়া দূর করিয়া দিলেন, রাজা জনক তাঁহাদের এই কার্য্যে নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি এই উপকারে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের সহিত স্বীয় কন্যা সীতার বিবাহ দেওয়ার সঙ্কল্প মনে মনে স্থির করিয়া রামচন্দ্র ও দশরথের নিকট এই প্রস্তাব করিলে তাঁহারা তাঁহার এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলেন।

রামচন্দ্রের সহিত সীতার বিবাহ দেওয়া হইবে, ইহা শুনিয়া মহর্ষি নারদ সীতাকে দেখিবার জন্য জনক রাজবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি অতিশয় সদাচারনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী ছিলেন বলিয়া সকল রাজার অন্তঃপুরেই ইঁহার অবাধগতি ছিল। তিনি জনকের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় সীতা আয়নায় মুখ দেখিতেছিলেন, আয়নায় নারদের জটা ও শ্মশ্রুর প্রতিবিম্ব পতিত হওয়ায় সীতা তাহা দেখিয়া অতিশয় ভীতা হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—'ওমা এ কে আসিল!' এই বলিয়া তিনি ভীতভাবে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। তখন অন্তঃপুরের একজন প্রহরী নারদের পথ রুদ্ধ করিল এবং দ্বিতীয় প্রহরী 'কে আসিয়াছে? ধরিয়া ফেল' এই বলিয়া তাঁহাকে

---

* হিন্দুরামায়ণ মতে রাক্ষসগণ আসিয়া মুনিদিগের যজ্ঞ বিঘ্ন [illegible] করায় [illegible] দশরথের নিকট হইতে রামলক্ষ্মণকে রাক্ষস দমনের জন্য লইয়া [illegible] হইতে তিনি তাঁহাদিগকে জনকের রাজ্যে লইয়া গেলে তাঁর [illegible] করেন। লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন সকলেরই সেই সময় জনকের [illegible] কার্য্য সম্পন্ন হয়।

† পদ্মপুরাণের এই ম্লেচ্ছ আক্রমণের [illegible] এক সঙ্গে পাঠ করিলে স্পষ্টই মনে হয় যে [illegible] ঘৃণাপূর্ণ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। [illegible] বধ করা হইয়াছিল।

ধরিবার উপক্রম করিল। কিন্তু নারদের আকাশগামিনী ঋদ্ধি ছিল। তিনি সেই ঋদ্ধির বলে আকাশপথে প্রস্থান করিলেন।

সীতার ব্যবহারে বিশেষ অপমান বোধ করিয়া তিনি তাহার উপর নিতান্ত কুপিত হইলেন। 'যে কোনও উপায়ে সীতাকে কষ্টে ফেলিতে হইবে' এই স্থির করিয়া তিনি সীতার একখানি ছবি আঁকিলেন এবং উহা লইয়া রথনূপুর নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেখানে ভামণ্ডল বাগানে বসিয়াছিল। তিনি যাইয়া ছবিখানি ভামণ্ডলের সম্মুখে রাখিলেন*।

ভামণ্ডল ছবিতে সীতার অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। কিছুদিন পরে ভামণ্ডলের পিতা চন্দ্রগতি বুঝিলেন, সীতাকে বিবাহ করিতে না পারিলে ভামণ্ডল জীবনে কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারিবে না। ইহা ভাবিয়া তিনি মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিলেন এবং জনককে লইয়া আসিবার জন্য তাঁহার নিকট একজন বিদ্যাধরকে পাঠাইলেন।

ঐ বিদ্যাধর নিজ বিদ্যাবলে এক ঘোটক প্রস্তুত করিলেন এবং উহার উপর জনককে আরোহণ করাইয়া দ্রুতবেগে চলিতে লাগিলেন। রথনূপুরের সমীপস্থ এক বনমধ্যে এক জিন মন্দিরের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া সেখানে মহারাজ জনককে নামাইয়া দিলেন।

জনক সন্তুষ্ট হইয়া জিন মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং যথাবিধি জিনেন্দ্রদেবের পূজা করিলেন চন্দ্রগতিও সংবাদ পাইয়া শীঘ্রই স্বকীয় জিন মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তির সহিত জিনেন্দ্রদেবের পূজাদি সমাপন করিয়া যথাবিহিত সম্মানের সহিত জনকের সহিত আলাপাদি করিতে লাগিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি জনককে বলিলেন—'আপনি আমার পুত্র ভামণ্ডলের সহিত আপনার কন্যা সীতার বিবাহ কার্য্য সম্পাদন করুন।' ইহা শুনিয়া জনক বলিলেন—'ম্লেচ্ছরাজগণ আমার রাজ্য আক্রমণ করিলে মহারাজ দশরথের পুত্র রামচন্দ্র তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া আমার রাজ্য রক্ষা করিয়াছেন এজন্য রামচন্দ্রের সহিত আমি আমার কন্যার বিবাহ দিব— ইহা ইত পূর্ব্বেই স্থির করিয়া ফেলিয়াছি এবং দশরথের নিকট আমি সে প্রস্তাব করায় তিনি আনন্দিত চিত্তে তাহার অনুমোদন করিয়াছেন।' চন্দ্রগতি বিশেষ

---

* হিন্দুরামায়ণ মারদের এই বৃত্তান্তের কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

গ্রহণ করিতে উদ্যুক্ত। এক্ষেত্রে আমার সংসারে থাকিয়া লাভ কি? ইহা মনে করিয়া তিনি মহারাজের নিকট যাইয়া বিনীতভাবে বলিলেন—'মহারাজ আপনি আপনার সমস্ত স্ত্রীর সমক্ষে আমাকে বর প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। সেই বর আমি আজ পর্যন্ত গ্রহণ করি নাই। এখন আমি আপনার নিকট সেই বর প্রার্থনা করিতে ইচ্ছা করি।'

দশরথ বলিলেন— তোমার যে বর ইচ্ছা তাহাই তুমি লইতে পার। তখন রাণী কেকয়ী বলিতে লাগিলেন—'আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে আপনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে ইচ্ছা করিতেছেন। আপনার এরূপ কঠোর হইবার কারণ কি? আমি ত আপনার অধীন—দাসী। এই জিন দীক্ষা গ্রহণ অতীব দুষ্কর কার্য। এই দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আপনার এ বুদ্ধি হইল কেন? ইন্দ্রসদৃশ আপনি সর্বদা অনন্ত ভোগের মধ্যে কালাতিপাত করিতে অভ্যস্ত। আপনার কোমল শরীর কিরূপে কঠোর মুনিব্রত পালন করিতে সমর্থ হইবে তাহা আমি আদৌ বুঝিতে পারিতেছি না।' কেকয়ী এইরূপ অনেক কথা বলিলেন। দশরথ বলিলেন— যে ব্যক্তির সামর্থ্য আছে তাহার নিকট কিছুই কঠিন নহে। আমি নিশ্চয়ই মুনিব্রত ধারণ করিব। তোমার যেরূপ বর ইচ্ছা তাহা প্রার্থনা কর

রাণী কেকয়ী কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া অধোমুখে পরে বলিলেন— নাথ আমার পুত্র ভরতকে আপনি রাজ্য প্রদান করুন। তখন দশরথ বলিলেন—'ইহাতে আর সন্দেহ কি? তোমার আমার নিকট বর প্রাপ্য অতএব তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই প্রার্থনা করিতে পার। আমি স্বীকার করিতেছি—ভরতকেই আমি রাজ্য দিব তোমার প্রার্থিত বর তোমাকে দিয়া আমি ঋণমুক্ত হইলাম।*

তাহার পর তিনি রাম ও লক্ষ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন—"এই কেকয়ী বিবিধকলাভিজ্ঞা। ইনি রথচালনা করিয়া ভীষণ যুদ্ধে আমাকে জয়লাভ করাইয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই জন্য আমি তখন প্রসন্ন হইয়া ইহাকে বর দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলাম। সেই সময় ইনি বরগ্রহণ করেন নাই। প্রয়োজনমত বর প্রার্থনা করিবেন ইহা স্থির করিয়াছিলেন।

আজ ইনি বর প্রার্থনা করিয়া বলিতেছেন— আমার পুত্রকে রাজ্য দিতে

---

* হিন্দুরামায়ণমতে কেকয়ী মন্থরার মুখে রামের রাজ্যাভিষেকবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দশরথের নিকট তাঁহার পূর্বপ্রতিশ্রুত দুইটি বর প্রার্থনা করিলেন। তিনি প্রথম বরে ভরতের রাজ্যাভিষেক এবং দ্বিতীয় বরে রামের চতুর্দশ বর্ষ বনগমন প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

হইবে।' এখন যদি আমি ইঁহার পুত্রকে রাজ্য না দিই, তাহা হইলে হয় ত ইঁহার পুত্র বৈরাগ্যবশতঃ সংসার ত্যাগ করিবে এবং পুত্রের বিয়োগে ইনিও প্রাণত্যাগ করিবেন এবং সমস্ত জগতে আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

আবার জ্যেষ্ঠপুত্রকে ত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য দেওয়াও নীতি-বিরুদ্ধ কার্য্য। ভরতকে সমস্ত পৃথিবীর রাজ্য প্রদান করিলে, তোমরাই বা কোথায় অবস্থান করিবে? তোমরা দুই ভাই মহাতেজস্বী এবং ক্ষত্রিয়কুলের অলঙ্কার।

অতএব, বৎসগণ, আমি এখন কি করি? দুইটীই অত্যন্ত কঠিন কার্য্য। তাই আমি এখন অপার চিন্তা সমুদ্রে নিমগ্ন।"

ইহা শুনিয়া রামচন্দ্র পিতার চরণকমলে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া সবিনয়ে বলিলেন— "পিতঃ! আপনি আপনার প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করুন এবং আমাদের জন্য সমস্ত চিন্তা ত্যাগ করুন। প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আপনি যদি অপযশ লাভ করেন তাহা হইলে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াই বা আমার কি লাভ? সুপুত্র সেইরূপ কার্য্যই সর্ব্বদা করিয়া থাকে—যাহাতে মাতাপিতার অণুমাত্র ক্লেশ বা দুঃখ না হয়। নীতিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন—যে পিতামাতাকে পবিত্র করে অর্থাৎ তাঁহাদিগের ধর্ম্মার্জ্জনের সহায়তা করে সেই পুত্রই যথার্থ পুত্র।"

যখন দশরথ ও রামলক্ষ্মণের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছিল, ঠিক সেই সময় ভরত প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন এবং 'আমি কর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য মুনিব্রত ধারণ করিব' ইহা বলিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তখন সকল লোকেই বলিয়া উঠিল—'তুমি এ কি করিতে উদ্যত হইলে?' দশরথ ব্যাকুলচিত্তে বনগমনোন্মুখ পুত্রের গতিরোধ করিলেন এবং গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া চুম্বন করিতে করিতে বলিলেন—'বৎস! কিছুদিন রাজ্য পালন কর। তোমার এই যৌবন কাল। মুনিব্রত গ্রহণ করিবার সময় এ নয়। বৃদ্ধাবস্থাই মুনিব্রত গ্রহণের উপযুক্ত সময়।'

ইহা শুনিয়া ভরত কহিলেন—'মৃত্যু বালক, তরুণ বা বৃদ্ধ সকলকেই প্রতিমুহূর্ত্তে গ্রাস করিতে পারে। অতএব, বৃদ্ধাবস্থার জন্য অপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করি না।

পিতা বলিলেন—'দেখ, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও ধর্ম্মার্জ্জন করা যায়। যাহারা কাপুরুষ তাহারাই গৃহস্থাশ্রমে ধর্ম্মচ্যুত হইতে হইবে বলিয়া আশঙ্কা করে।'

ভরত বলিলেন—'ইন্দ্রিয়ের বশীভূত—কামক্রোধাদিতে অভিভূত গৃহস্থের মুক্তি কোথায় ?

দশরথ বলিলেন—মুনিরাও ত মুক্তিলাভ করিবেনই এমন কোন নিয়ম নাই। অতএব তুমি কিছু দিন গৃহস্থ ধর্ম পালন কর।'

ভরত বলিলেন—পিতঃ ! আপনি যাহা বলিলেন তাহা সত্য। পরন্তু গৃহস্থের কদাপি মুক্তিলাভ হয় না। মুনিগণের মধ্যেও সকলের মুক্তিলাভ হয় না—কাহারও হয় আর কাহারও হয় না। গৃহস্থের মুক্তিলাভ পরম্পরাক্রমে হইতে পারে—সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কখনই হয় না। এই জন্য গৃহস্থাচার অল্পশক্তি বালকদিগের জন্যই প্রতিপন্ন। ইহাতে আমার আর রুচি নাই। এইজন্যই আমি মহাব্রত ধারণ করিবার অভিলাষ করিয়াছি। অশেষ শক্তিশালী পক্ষিরাজ গরুড় কি কখনও পতঙ্গের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে ?'

ভরত এইরূপ যুক্তিযুক্ত বহু কথা বলিলে, মহারাজ দশরথ বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—'পুত্র ! তুমি ধন্য। জিনদেবের আদেশ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া তুমি প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ জ্ঞানী হইয়াছ। তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা সম্পূর্ণরূপ সত্য। কিন্তু এক কথা—আজ পর্য্যন্ত তুমি কখনও আমার আদেশ লঙ্ঘন কর নাই। তুমি মহাবিনয়ী অতএব স্থিরচিত্তে আমার কথা শ্রবণ কর।

'তোমার মাতা কেকয়ী এক যুদ্ধের সময় আমার সারথির কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই কার্য্যের নৈপুণ্যেই আমি সে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলাম। তাহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে তিনি সময়ান্তরে বর প্রার্থনা করিব এই বলিয়া তখন বর গ্রহণ করেন নাই। আজ তিনি আমার পুত্রকে রাজ্য দাও' এই বর প্রার্থনা করিয়াছেন এবং আমি তাঁহাকে সেই বর দিতে স্বীকৃত হইয়াছি।

সুতরাং তুমি ইন্দ্রের সাম্রাজ্যের তুল্য এই রাজ্য নিষ্কণ্টকে কিছুদিন পালন করিয়া যাহাতে পৃথিবীতে আমার প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপযশ ঘোষিত না হয় তাহা কর। তুমি আমার কথা না শুনিলে তোমার মাতা শোকে অধীর হইয়া হয় ত মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। যে পিতামাতাকে শোকসাগরে নিক্ষেপ না করিয়া তাঁহাদিগকে সুখী করে সেই প্রকৃত পুত্র।'

দশরথ এইরূপ বুঝাইলে শ্রীরামচন্দ্রও বলিলেন—পিতৃদেব যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য কথা। এ সময় তোমার তপস্যা করিবার উপযুক্ত কাল নহে। কিছুদিন রাজ্য পরিচালন কর। তাহাতে একদিকে পিতৃ

হইবে ও দেশদেশান্তরে তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে। আর একদিকে পিতার আজ্ঞাপালন করিবার জন্যই অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজ্যের গুরুভার বহন করিতে স্বীকৃত হওয়ায় তোমারও প্রশংসা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। তোমার মত গুণবান্ পুত্রের কারণেই যদি মাতৃদেবী অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন তাহা হইলে যে বড় লজ্জার কথা।

আমি সমস্ত রাজ্য ও সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া কোন পর্ব্বত বা বনপ্রদেশে বাস করিব। আমার সন্ধানও কেহ জানিতে পারিবে না। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্য পালন করিতে থাক।'

এই প্রকারে শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া পিতা ও মাতা কেকয়ীকে নমস্কার করিলেন এবং লক্ষ্মণের সহিত সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। এদিকে পুত্র বিয়োগে কাতর হইয়া বৃদ্ধ পিতা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।*

রাম ধনুক হাতে লইয়া মাতাকে নমস্কার করিয়া বলিলেন 'মা, আমি দেশান্তরে চলিলাম। আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না।' ইহা শুনিয়া মাতাও মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি অশ্রুপাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন— বৎস! আমাকে শোক সমুদ্রে ভাসাইয়া তুমি কোথায় চলিলে? পুত্রই মাতার অবলম্বন।'

মাতাকে সান্ত্বনা দিয়া রামচন্দ্র বলিলেন "দুঃখ করিবেন না। আমি দক্ষিণ দেশে কোথাও স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া অবশ্যই আপনাকে সেখানে লইয়া যাইব। পিতা কেকয়ীমাতাকে বর দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন। তাই কেকয়ী যে বর প্রার্থনা করিয়াছেন তাহারই অনুসারে ভরতকে তিনি রাজ্য দান করিয়াছেন। সেই জন্যই আমি আর এখানে রহিব না।' তখন মাতা পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—'আমি তোমার সঙ্গেই যাইব। তোমাকে না দেখিয়া আমি প্রাণ ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। স্ত্রীলোক পিতা পতি এবং পুত্রের

---

* [illegible] হইবার কথা নাই। [illegible] মাতুলালয়ে [illegible]। [illegible] আসিয়া [illegible] সমস্ত [illegible] বিশেষ দুঃখ হইল [illegible] রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বনে গমন করিলেন। রামচন্দ্র ফিরিয়া আসিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি তাঁহার পাদুকা লইয়া আসিলেন এবং সেই পাদুকাকেই তাঁহার প্রতিনিধি [illegible] রাজ্য [illegible] চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে [illegible] আসিলে তাঁহাকে রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন।

অধীন হইয়া থাকে। আমার পিতা বহুদিন হইল কামগ্রস্ত হইয়াছেন। পতি জিনদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। এখন তুমিই আমার, একমাত্র অবলম্বন। তুমি আমাকে ছাড়িয়া গেলে আমার কি অবস্থা হইবে?'

তখন রামচন্দ্র বলিলেন—'মা, পথ কঙ্কর, প্রস্তর ও কণ্টকে দুর্গম হইয়াছে। আপনি এইরূপ পথে কোনও মতেই পদব্রজে চলিতে পারিবেন না। এইজন্য আমি কোন সুখময় স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া রথে করিয়া আপনাকে লইয়া যাইব। আমি আপনার চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে আমি অবশ্যই আপনাকে লইয়া যাইব। ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।*

এইরূপে মাতাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া রামচন্দ্র পুনরায় পিতার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। উঁহাকে নমস্কার করিয়া কেকয়ী সুমিত্রা, সুপ্রভা প্রভৃতি সকলকে নমস্কার করিলেন এবং সমবেত জনসমূহকে স্নেহভাবে আলিঙ্গন করিয়া সান্ত্বনা প্রদান করিলেন; যাহারা কাঁদিতেছিল তিনি স্বহস্তে তাহাদের চক্ষু মুছাইয়া দিলেন। সকলেই তাঁহাকে থাকিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন কিন্তু তিনি কাহারও অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না।

সীতা পতিকে বিদেশগমনে উদ্যত দেখিয়া শ্বশুর শাশুড়ীকে নমস্কার করিয়া তাঁহার সহিত যাত্রা করিলেন। লক্ষ্মণ রামের এই অবস্থা দেখিয়া মনে মনে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভাবিলেন—পিতা স্ত্রীর বাক্যে এ কি গুরুতর অন্যায় কার্য্য করিলেন? রামকে ছাড়িয়া অপরকে রাজ্য দেওয়া ইহার অপেক্ষা অদ্ভুত কার্য্য আর কি হইতে পারে? আমি এখনই সমস্ত দুরাচার ব্যক্তিকে পরাভূত করিয়া শ্রীরামকে রাজ্যলক্ষ্মীর অধিপতি করিতে পারি। কিন্তু তাহা আমার নিকট উচিত বলিয়া মনে হয় না। ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু এবং পরিণামে অশেষ দুঃখের কারণ। পিতৃদেব এখন দীক্ষাগ্রহণ করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছেন। এ সময় ক্রোধ করা উচিত নহে। ভালমন্দ বিচার করিবার কর্ত্তা পিতা এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহারা যাহা করিবেন সে বিষয়ে কিছু বলিবার অধিকার আমার নাই।' এই রূপ বিবেচনা তিনি ধনুর্বাণ হাতে লইলেন এবং সমস্ত গুরুজনকে নমস্কার করিয়া সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তখন জানকীর সহিত দুই ভাই রাজপ্রাসাদ পিতা ভরত শত্রুঘ্ন এবং অন্যান্য সকল লোক

* [illegible]

তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভাই তাঁহাদিগকে নানারূপ প্রবোধ বাক্য সান্ত্বনা দিয়া অতিশয় কষ্টের সহিত গৃহে ফিরাইয়া দিলেন।

সামন্তগণ তাঁহাদের জন্য বহু হাতী ঘোড়া ও রথ লইয়া আসিয়াছিল। সেই সকল গ্রহণ করিতে বলায় তাঁহারা বলিলেন—'আমরা পদব্রজেই যাইব। অতএব তোমরা ইহাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাও।'

রাত্রি হওয়ায় রাম লক্ষ্মণ চৈত্যালয়ের সমীপে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রাত্রিতে পুনরায় কৌশল্যা প্রভৃতি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলে দুই ভাই তাঁহাদিগকে বিশেষ রূপে বুঝাইয়া ফিরাইয়া দিলেন।

রাত্রি শেষে দুই ভাই ও সীতাদেবী ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া যখন চলিতে লাগিলেন তখনও দুই একজন স্নেহপরায়ণ অনুচর তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিতে লাগিল। দুই ভাই তাহাদিগকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু তাহারা কিছুতেই ফিরিল না। অবশেষে তাঁহারা অসরাল নামে এক খুব বড় নদীর নিকটে আসিলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও জানকী সেই নদীতে অবতরণ করিলেন। তাঁহাদের পুণ্যের প্রভাবে নদীর জল তাঁহাদের কোমর পর্য্যন্ত হইল। ইহা দেখিয়া তাঁহাদের অনুগমনকারীরাও বলিতে লাগিল—'আমরাও নদী পার হইব।' কিন্তু রাম তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন—সম্মুখে এক অতি ভীষণ জঙ্গল আছে অতএব তোমরা এখান হইতেই ফিরিয়া যাও।' তখন তাহারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে স্থান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে রাম লক্ষ্মণ সীতা তিন জনে নদী পার হইয়া নির্ভয়ে সেই ভীষণ বনে প্রবেশ করিলেন।

(৫)

এদিকে রাম বনে যাইবার পর দশরথ ভরতের রাজ্যাভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। তদনন্তর অন্যান্য বহু রাজার সহিত সর্ব্বভূতহিত স্বামীর নিকট মুনিদীক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি নিতান্ত কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া মুক্তি লাভের জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন।*

কৌশল্যা ও সুমিত্রা পতির বৈরাগ্য এবং পুত্রের বিদেশগমন এই উভয় কারণে বিশেষ ব্যথিত হইলেন। তাঁহারা অহোরাত্র অশ্রুপাত

* হিন্দুরামায়ণে মতে রামের বন গমনের অব্যবহিত পরেই দারুণ পুত্রশোকে দশরথ প্রাণত্যাগ করেন।

করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া ভরত নিজের রাজ্যের সমস্ত ঐশ্বর্য্যকে বিষবৎ মনে করিতে লাগিলেন। সতীনদিগের দুঃখে কেকয়ীর মনেও নিতান্ত দুঃখ উপস্থিত হইল। তিনি ভরতকে বলিলেন তুমি রাজা, পাইয়াছ সত্য বড় বড় রাজারা সর্ব্বদা তোমার সেবা করিতেছেন তাহাও সত্য। কিন্তু রাম লক্ষ্মণ উপস্থিত না থাকায় এ রাজ্য আদৌ শোভা পাইতেছে না। অতএব, তুমি ঘোড়ায় চড়িয়া শীঘ্র চলিয়া যাও এবং তাহাদিগকে লইয়া আইস। আমিও তোমার সঙ্গে যাইতেছি। রাম লক্ষ্মণ ফিরিয়া আসিলে তোমরা সকলে মিলিয়া চিরকাল রাজ্য কর।' এই কথা শুনিয়া ভরত আনন্দিতচিত্তে একশত অশ্বারোহী সেনার সহিত রাম লক্ষ্মণকে ফিরাইয়া আনবার জন্য যাত্রা করিলেন।* যে সকল অশুচব অসরান নদী পার হইতে না পারায় জন্য রামের সহিত যাইতে পারে নাই ভরত তাহাদিগকে সঙ্গে লইলেন।

রাস্তায় যাহার সহিত দেখা হইল তাহাকেই ভরত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন— 'তোমরা রাম লক্ষ্মণকে দেখিয়াছ কি?' সকলেই বলিতে লাগিল— 'তাঁহারা নিকটেই আছেন।' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া চলিতে চলিতে ভরত দেখিতে পাইলেন বনের মধ্যে এক পুষ্করিণীর তীরে সীতার সহিত রাম ও লক্ষ্মণ বসিয়া রহিয়াছেন।

দেখিবামাত্র তিনি সত্বর অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন এবং পদব্রজে রামের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। রামের যত্নে তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিলে তিনি হাত জোড় করিয়া বলিতে লাগিলেন— আমার উপর রাজ্যের ভার ফেলিয়া দিয়া এ কি বিড়ম্বনা উপস্থিত করিয়াছেন? আপনি জ্ঞানী ব্যক্তি আপনি সমস্তই বুঝেন। এ রাজ্য দ্বারা আমার কি হইবে? অতএব আপনি রাজধানীতে যাইয়া রাজ্য [illegible] গ্রহণ করুন। আমি ছত্রধার [illegible] দণ্ডায়মান থাকিব* [illegible] আ[illegible] [illegible] আপনার [illegible]।

[illegible] [illegible] হইলেন। [illegible] মাতা পূজনীয়া কৌশল্যা দেবী ও সুমিত্রা দেবী

নিরন্তর ক্রন্দন করিতেছেন। অতএব, আপনি রাজধানীতে ফিরিয়া যাইতে কোনও আপত্তি করিবেন না।'

ভরত এইরূপ বলিতেছেন এমন সময় কেকয়ীও আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন * এবং রাম ও লক্ষ্মণকে কোলে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে কেকয়ী বলিতে লাগিলেন—'বাছা, ওঠ। অযোধ্যায় ফিরিয়া চল এবং সেখানে যাইয়া সুখে রাজ্যভোগ কর। তুমি না থাকায় আমার নিকট রাজধানী বনের মত বোধ হইতেছে। তুমি বুদ্ধিমান্‌। স্ত্রীলোক স্বভাবতই অল্পবুদ্ধি। সুতরাং আমি না বুঝিয়া যে অপরাধ করিয়াছি তাহা ক্ষমা কর।'

রাম বলিলেন—'মা, তুমি ত সকলই জান। ক্ষত্রিয় যাহা একবার বলে তাহা হইতে কখনই ভ্রষ্ট হয় না—একবার বিচার করিয়া যাহা স্থির করে কদাপি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করে না। মা, পিতা একবার যাহা বলিয়াছেন—তাহা শিরোধার্য করা আমারও যেরূপ উচিত তোমারও তদ্রূপ। সেই কথানুসারে কার্য করিলে ভরতের কোনও অখ্যাতির বা লজ্জার কারণ নাই।

তারপর তিনি ভরতকে বলিলেন—'ভাই, চিন্তা করিও না। মাতাপিতা এবং আমার আজ্ঞা পালন করিলে কেহই তোমায় দোষ দিতে পারিবে না।'

এই প্রকারে সকলকে বুঝাইয়া সমস্ত সামন্তের সম্মুখে তিনি পুনরায় ভরতের রাজ্যাভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং হৃদয়ের সহিত আশীর্বাদ করিয়া সকলকে বিদায় দিলেন।

অযোধ্যায় পঁহুছিয়া ভরত রামের আদেশানুসারে প্রজাদিগকে পুত্রের মত পালন করিতে লাগিলেন † এবং ভট্টারক নামে মুনির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিলেন— এবার রামের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই আমি দীক্ষা গ্রহণ করিব।'

(৬)

ভরত চলিয়া আসিলে রামলক্ষ্মণ সন্ধ্যার সময় এক তপস্বীর আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তপস্বী স্ত্রী ও পুত্রকন্যার সহিত সেই বনে বাস করিতেন এবং বিবিধ তপশ্চর্যায় কালাতিপাত করিতেন। রামলক্ষ্মণ ও সীতা অতিথিরূপে

---

* হিন্দুশাস্ত্রে রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য কেকয়ীর বনগমনের কোনও উল্লেখ নাই।

† হিন্দুশাস্ত্রমতে রাম রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হইলে ভরত তাঁহার পাদুকা লইয়া আসিলেন এবং সেই পাদুকা সিংহাসনে রাখিয়া তাহারই প্রতিনিধিরূপে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন।

গা। তাঁরা আশ্রমে উপস্থিত হইলে তিনি ফলমূলাদির দ্বারা যথোচিত তাঁহাদিগের সৎকার করিলেন এবং কিছু দিন সেই স্থানে অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন মনস্থ স্থির করিলেন।

সেই তপোবনে অবস্থিত তপস্বীদিগের স্ত্রী ও কন্যাগণও তাঁহারা চলিয়া যাইবেন শুনিয়া বলিতে লাগিলেন—'আপনারা এইস্থানেই অবস্থান করুন। সম্মুখে সিংহব্যাঘ্রসঙ্কুল ভীষণ অরণ্য। অতএব সে স্থানে যাওয়া কোন প্রকারেই উচিত নহে।' রামলক্ষ্মণ মধুরবাক্যে তাঁহাদিগকে বুঝাইলেন এবং সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

চলিতে চলিতে একদিন তাঁহারা মালবদেশে চিত্রকূট পাহাড়ের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে জঙ্গল অতিশয় গভীর হওয়ায় চতুর্দিক বিস্তর ঘোরা ফেরা করিয়াও কোন মানুষ অথবা লোকালয়ের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। তখন সকলে মিলিয়া এক বটগাছের তলায় বসিলেন এবং রাম লক্ষ্মণকে বলিলেন—'তুমি গাছের উপর উঠিয়া চতুর্দিকে কোনও গ্রাম বা নগর দেখিতে পাও কিনা দেখ।'

রামের কথামত লক্ষ্মণ গাছে উঠিয়া চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং বলিলেন—'দাদা নিকটেই এক নগর দেখিতেছি সত্য; তবে উহা জনশূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে।'

এই সময়েই এক ভিক্ষুক সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল—ঐ নগরের নাম দশাঙ্গ* উহার রাজা মহারাজ সিংহোদরের সামন্ত বজ্রকর্ণ। তিনি অতিশয় ধর্মাত্মা। তিনি দেবতা ও গুরু ভিন্ন আর কাহাকেও নমস্কার করেন না। একদিন নিজের অঙ্গুরীয়কে জিনদেবের প্রতিমা আঁকিয়া তিনি সিংহোদরকে নমস্কার করিবার ছলে সেই অঙ্কিত প্রতিমাকেই নমস্কার করিতেছিলেন। চাতুরী বুঝিতে পারিয়া সিংহোদর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহার নগর অবরোধ করিয়া আছেন; বজ্রকর্ণ নগরের সমস্ত দ্বারাদি রুদ্ধ করিয়া সহরের মধ্যেই অবস্থিতি করিতেছেন। উহার মধ্যে কাহারও প্রবেশ করিবার বা উহা হইতে কাহারও বাহির হইবার উপায় নাই। এই কারণেই উহাকে জনশূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে

* ইহা কি প্রসিদ্ধ দশার্ণের নামান্তর?

তখন লক্ষ্মণ রামের আদেশানুসারে নগরে গেলেন। নগরদ্বারেই বজ্রকরণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। বজ্রকরণ অতিথি লক্ষ্মণের যথোচিত সৎকার করিয়া ভোজন করিবার জন্ত তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে লক্ষ্মণ বলিলেন—'আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং তাঁহার স্ত্রী নগরের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন। তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আমি ভোজন করিতে পারি না।'

ইহা শুনিয়া বজ্রকরণ ভৃত্যহস্তে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জন পাঠাইয়া দিলেন এবং তিন জনে পরিতোষসহকারে তাহা আহার করিলেন।

আহারান্তে রামচন্দ্র বলিলেন—'এই বজ্রকরণ দেখিতেছি অতিশয় সজ্জন ও ধর্ম্মাত্মা। অতএব, ইহার সহায়তা করা উচিত। তুমি সিংহোদরের নিকট যাইয়া যাহাতে উভয়ের বিবাদ মিটাইয়া ফেলিতে পার তাহার চেষ্টা কর।

লক্ষ্মণ সিংহোদরের নিকটে যাইয়া বলিলেন—'আমি মহারাজ ভরতের দূত। মহারাজের আদেশ—আপনি বজ্রকরণের সহিত বিবাদ মিটাইয়া ফেলুন।'

সিংহোদর বলিলেন—'বজ্রকরণ আমার অধীন সামন্ত। আমি তাহার সহিত যেরূপ ইচ্ছা ব্যবহার করিতে পারি। আমাদের দুইজনের মধ্যে যাহাই হউক না কেন ভরতের তাহাতে অনধিকার চর্চ্চা করিবার কোন প্রয়োজন নাই?'

লক্ষ্মণ বহু বুঝাইলেন কিন্তু সিংহোদর তাঁহার কোন কথাই গ্রাহ্য করিলেন না। পরন্তু তিনি স্বীয় সৈন্যদিগকে লক্ষ্মণকে বাঁধিবার জন্য হুকুম দিলেন। সৈন্যগণ তাঁহার নিকটে আসিলে তিনি তাহাদিগকে দূর করিয়া দিলেন।

অবশেষে সিংহোদর লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে লক্ষ্মণ সিংহোদরকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন। সিংহোদরের সৈনিকগণ পলায়ন করিল। সিংহোদরের রাণী স্বামীকে ছাড়িয়া দিবার জন্য লক্ষ্মণের নিকট অনুরোধ করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ সকলকেই রামচন্দ্রের নিকট লইয়া গেলেন। সিংহোদর তাঁহার নিকট বিনীতভাবে বলিলেন—'আপনি যে আদেশ করেন তাহা আমার শিরোধার্য্য। আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিন।'

রামচন্দ্র বজ্রকরণকে ডাকাইলেন। বজ্রকরণও তাঁহাকে ছাড়িয়া দিবার জন্ত অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে রামচন্দ্র সিংহোদরকে ছাড়িয়া দিলেন। মুক্তিলাভ করিয়া সিংহোদর বজ্রকরণের সহিত সন্ধি করিলেন এবং তাঁহাকে অর্দ্ধরাজ্যের অধীশ্বর করিয়া দিলেন।

বজ্রকরণ নিজের আট কন্যা ও সিংহোদর তাঁহার তিনশত কন্যার সহিত

লক্ষ্মণের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন *। লক্ষ্মণ বলিলেন—'আমি এখন বিবাহ করিতে পারি না। কোন স্থানে আমাদের বাস স্থান নির্দ্দিষ্ট হইলে আমি বিবাহ করিব।'

তখন বজ্রকর্ণ ও সিংহোদর তাঁহাদিগকে সেই স্থানে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহারা কাহাকেও কিছু না বলিয়া রাত্রিকালেই দশাঙ্গপুর হইতে যাত্রা করিলেন এবং নলকুবর নামক নগরের সমীপবর্ত্তী বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

(৭)

নলকুবর নগরে বালখিল্যের কন্যা কল্যাণমালা পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া রাজ্য পালন করিতেছিলেন। লক্ষ্মণ একদিন কোনও সরোবরে জল আনিবার জন্য গিয়াছিলেন। সেই সময় কল্যাণমালাও সেই স্থানে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। তিনি লক্ষ্মণকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে সেই স্থানে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

লক্ষ্মণ বলিলেন—'আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও তাঁহার স্ত্রী বনের মধ্যে রহিয়াছেন। সুতরাং আমি এখানে থাকিতে পারি না। ইহা শুনিয়া কল্যাণমালা লক্ষ্মণের সহিত যাইয়া তাঁহাদিগকে খুব আদরযত্ন করিয়া নগরে লইয়া আসিলেন।

আহারান্তে কল্যাণমালা পুরুষের বেশ ত্যাগ করিয়া স্ত্রীবেশ ধারণ করিলেন এবং সকলকে নমস্কার করিলেন। পুরুষবেশ ধারণ করিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় কল্যাণমালা বলিলেন—'এ রাজ্য সিংহোদরের অধীন। সিংহোদরের সহিত আমার পিতার এই শর্তে সন্ধি হইয়াছিল যে যদি আমার পিতার পুত্র জন্ম তাহা হইলে সেই এই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইবে। আর তাহা না হইলে পিতার মৃত্যুর পর এ রাজ্য সিংহোদর গ্রহণ করিবে। সুতরাং আমার জন্ম হইলে আমার পিতা 'পুত্র হইয়াছে' এইরূপ রটাইয়া দিলেন। এই কারণেই আমি পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া থাকি। ম্লেচ্ছেরা আমার পিতাকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। এই জন্য এখন আমিই রাজ কার্য্য পরিচালনা করিতেছি। পিতার বিয়োগে মাতাও অতিশয় দুঃখে কালযাপন করিতেছেন। এখন

হিন্দু রামায়ণে সিংহোদর বজ্রকর্ণ এবং তাঁহাদের এই বৃত্তান্তের কোনও উল্লেখ নাই।

* হিন্দুরামায়ণে কল্যাণমালা বালখিল্য প্রভৃতির বৃত্তান্তের কোনও উল্লেখ নাই।

যদি আপনারা অনুগ্রহ করিয়া আমাকে সাহায্য করেন তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হই।'

এইরূপ বলিতে বলিতেই দুঃখের আবেগে কল্যাণমালা মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সীতা তাঁহাকে বিছানায় শোয়াইয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তাঁহার জ্ঞান হইলে রামলক্ষ্মণ তাঁহাকে নানা কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন এবং বলিলেন—'তোমার পিতা শীঘ্রই আসিয়া পড়িবেন। তোমার কোনও চিন্তা নাই।' এই বলিয়া তাঁহারা তিন দিন সেখানে রহিলেন। তিন দিন পর কাহাকেও না জানাইয়া গোপনে সেস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সেখান হইতে যাত্রা করিয়া তাঁহারা পথে মেকলা নদী পার হইয়া বিন্ধ্যাটবীতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে ম্লেচ্ছদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া বালখিল্যকে মুক্ত করিলেন এবং ম্লেচ্ছরাজ রৌদ্রভূতকে তাঁহার মন্ত্রী নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। রৌদ্রভূত বালখিল্যের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে তাঁহার ক্ষমতা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া সিংহোদরও তাঁহাকে ভয় করিয়া চলিতে লাগিলেন।

তাহার পর সেখান হইতে যাত্রা করিয়া যে দেশে তাপ্তী নদী প্রবাহিত তাঁহারা সেই দেশে যাইয়া পঁহুছিলেন। সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা কোনও বনমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এক যক্ষ এক নগর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ সমাদরের সহিত সেখানে রাখিল। কিছুদিন সেখানে অবস্থান করিবার পর তাঁহারা বিজয়পুর নগরের সমীপবর্ত্তী বাগোদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিজয়পুরের রাজা পৃথিবীধরের কন্যা বনমালার পূর্ব্ব হইতেই লক্ষ্মণের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল। কিন্তু তাহার পিতা তাহাকে অপর এক ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছা করায় সে সেই বনের মধ্যে মনোদুঃখে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিতে যাইতেছিল। সেই সময় লক্ষ্মণ আসিয়া তাহাকে বাঁচাইলেন এবং তাহার নিকট নিজের পরিচয় দিলেন।

তখন সকলে মিলিয়া নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং রাজা পৃথিবীধর তাঁহাদিগের সকলের যথোচিত আদর অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটী করিলেন না। সেখানে তাঁহারা শুনিতে পাইলেন—'নন্দ্যাবর্ত্তের রাজা অতিবীর্য্য এবং ভরতের মধ্যে বিবাদ বাধিয়াছে এবং তাঁহারা পরস্পর যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন।'

অতিবীর্য্য অতিশয় পরাক্রমশালী রাজা। এই জন্য রামচন্দ্র যুদ্ধ বন্ধ করি

বার উদ্দেশ্যে এক নর্ত্তকীর বেশ ধারণ করিয়া অতিবীর্য্যের নিকটে গেলেন এবং তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া আসিলেন। পরে সীতা ছাড়িয়া দিতে বলিলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। মুক্তি পাইয়া তিনি সংসারের প্রতি বৈরাগ্যবশত পুত্র বিজয়রথের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া জিনদীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

বিজয়রথ নিজের পরমসুন্দরী ভগিনী রত্নমালাকে লক্ষ্মণের সহিত এবং বিজয়সুন্দরী নামে অপর এক ভগিনীকে ভরতের সহিত বিবাহ দিলেন এবং ভরতের আদেশ মানিয়া চলিবেন বলিয়া স্বীকার করিলেন। ভরত জানিতেও পারিলেন না যে রাম নর্ত্তকীর বেশ ধারণ করিয়া তাঁহার কত উপকার করিলেন। তাহার পর তিন জনে সেখান হইতে গোপনে প্রস্থান করিলেন।

অতঃপর তাঁহারা ক্ষেমাঞ্জলিনগরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলে, সে স্থানের রাজা শত্রুদমন তাঁহার উপর পাঁচটী অমোঘ শক্তি অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। লক্ষ্মণ তাহার প্রত্যেকটীকেই ব্যর্থ করিয়া দিলেন দেখিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার নিকট নিজের কন্যা জিতপদ্মার বিবাহ দিলেন।

তাহার পর সকলে বংশস্থল নামক নগরের সমীপবর্ত্তী বংশধর নামক পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই পর্ব্বতের উপর দুইজন মুনি বাস করিতেন। তাঁহাদের উপর রাত্রিকালে দৈত্যগণ অত্যাচার করিত। রামলক্ষ্মণ সেই দৈত্যগণকে দূর করিয়া দিলে নির্ব্বিঘ্নে তপস্যাদি করিয়া কালক্রমে তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞত্ব (বা কেবল জ্ঞান) লাভ করিলেন। এই পর্ব্বতের উপর রামচন্দ্র বহু জিনমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ঐ স্থান হইতে যাত্রা করিয়া তাঁহারা দণ্ডকারণ্যে কর্ণরবা নদীর তীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। একদিন সেখানে ফলমূলের আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া মুনিদিগের আহারের সময় উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাঁহাদিগের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।* কিছুকাল মধ্যেই গুপ্তি ও সুগুপ্তি নামক দুই মুনি মাসোপ

---

* জৈনগণ আহার্য্য প্রস্তুত হইলে যদি কোন সন্ন্যাসী আসেন কি না তাহা দেখিবার জন্য ভোজনের পূর্ব্বে কিছু সময় অপেক্ষা করিতেন। মুনি আসিলে তাঁহাকে খাওয়াইয়া পরে নিজেরা ভক্ষণ করিতেন। যথাসময়ে মুনি না আসিলে অতিথিদিগকে [illegible] করিয়া আহার করিতেন। এইরূপ অপেক্ষা করার নাম দ্বারাপেক্ষণ। দিগম্বরদিগের মধ্যে বিধান ছিল—ভোজনের পূর্ব্বে দ্বারে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জন্য [illegible] [illegible] ভোজন করাইতেন।

বাসান্তে পারণের ইচ্ছায় আকাশমার্গে আসিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। রাম ও লক্ষ্মণ তাঁহাদিগকে যথোচিত ভক্তির সহিত আহার প্রদান করিলেন।

এই সময় পার্শ্বের এক বৃক্ষোপরি উপবিষ্ট শকুনির পূর্বজন্মের কথা স্মরণ হইল। সে তৎক্ষণাৎ মুনিদিগের চরণপ্রান্তে আসিয়া পড়িল। তাঁহারা আহারান্তে উপদেশ প্রদান করিয়া উহাকে শ্রাবকের ব্রতগ্রহণ করাইলেন এবং রামলক্ষ্মণের সহচর হইয়া থাকিতে আদেশ করিলেন। রাম ঐ পক্ষীর নাম রাখিলেন জটায়ু*। এই স্থানে রাম একখানি রথ তৈয়ার করিলেন এবং তিন জনে তাহাতে আরোহণ করিয়া যাত্রা করিলেন ও সত্বর ক্রৌঞ্চরবা নাম্নী নদী পার হইয়া দণ্ডকনামক পর্বতের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে তাঁহাদের এক নগর প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা হইল। বর্ষাবসানে নগর নির্মাণ করিবেন এই আশায় সেই স্থানেই কিছুদিন অবস্থান করিতে লাগিলেন।†

(৮)

একদিন লক্ষ্মণ বনমধ্যে ভ্রমণ করিবার সময় বনের একদিক্ হইতে সুগন্ধি বায়ু প্রবাহিত হইতেছে অনুভব করিলেন। তিনি সেই গন্ধের অনুসরণ করিয়া চলিতে চলিতে একস্থানে বাঁশঝাড়ের উপর সূর্য্যহাস্ত নামক খড়্গ দেখিতে পাইলেন। লক্ষ্মণ উহা গ্রহণ করিয়া ধার পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি উহার দ্বারা সেই ঝাড়ের উপর আঘাত করিলেন। সেই বাঁশের ঝোপে খরদূষণের পুত্র‡ (রাবণের ভাগিনেয়) শম্বুক সূর্য্যহাস্তখড়্গপ্রাপ্তির জন্য মন্ত্রারাধন করিতেছিলেন। শাণিত খড়্গের আঘাতে তাঁহার মস্তকও ছিন্ন হইয়া গেল।**

শম্বুককে খাওয়াইবার জন্য তাঁহার মাতা চন্দ্রনখা প্রতিদিন সেখানে

---

* হিন্দুরামায়ণমতে জটায়ু রামের পিতা দশরথের সমসাময়িক এবং মিত্র। ঐ গ্রন্থে রাম কর্তৃক উহার নামকরণের উল্লেখ নাই।

† বনমধ্যে রামলক্ষ্মণ পর যে সকল ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণিত হইল হিন্দুরামায়ণে সেরূপ বৃত্তান্তের উল্লেখ নাই। বনবাসকালে রামলক্ষ্মণের বিবাহাদিরও কোন উল্লেখ হিন্দুরামায়ণে পাওয়া যায় না।

‡ হিন্দুরামায়ণমতে খর ও দূষণ দুই জন রাক্ষসের নাম একজনের নাম নহে এবং চন্দ্রনখা (বা শূর্পনখা) তাহাদের স্ত্রী নহে।

** হিন্দুরামায়ণমতে শূদ্রজাতীয় শম্বুক তপশ্চর্যা করিতেছিলেন বলিয়া রাজ্যের অমঙ্গলাশঙ্কায় রামচন্দ্র তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন; যেহেতু হিন্দুশাস্ত্রমতে শূদ্রের তপশ্চর্যা অনুচিত এবং রাজ্যের অমঙ্গলের কারণ।

আসিত। সে দিনও যথাসময়ে আসিয়া পুত্রের ছিন্ন মস্তক দেখিয়া অতিশয় শোকাভিভূতা হইল এবং পুত্রহন্তার অন্বেষণ করিতে করিতে সেই স্থানে রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভাইকে দেখিতে পাইল। দেখিবামাত্র সে পুত্রশোক ভুলিয়া উঁহাদের রূপে মুগ্ধ হইয়া গেল এবং তাঁহাদের নিকট নিজের বিবাহের প্রস্তাব করিল। কিন্তু রামলক্ষ্মণ তাহার কথায় কর্ণপাতও করিলেন না।*

তখন সে স্বামী খরদূষণের নিকট যাইয়া বলিল—'রামলক্ষ্মণ শম্বুককে হত্যা করিয়া সূর্য্যহাস্ত খড়্গ লইয়া গিয়াছে। পুত্রহন্তার অনুসন্ধান করিতে করিতে আমি সেখানে উপস্থিত হইলে তাহারা আমার উপর অত্যাচার করিতে উদ্যত হয়। আমি কোনওক্রমে আত্মরক্ষা করিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিয়াছি।

ইহা শুনিয়া খরদূষণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং সাহায্য করিবার প্রার্থনা করিয়া রাবণের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। রাম সেই যুদ্ধে যাইবার আয়োজন করিতে থাকিলে লক্ষ্মণ বলিলেন—'আপনি এই স্থানে থাকিয়া সীতাদেবীকে রক্ষা করুন। আমিই শত্রুকে জয় করিতে পারিব। যদি প্রয়োজন হয়, আমি সিংহনাদ করিয়া সঙ্কেত করিলেই আপনি আমার সাহায্যার্থে গমন করিবেন।'

এদিকে রাবণ খরদূষণকে সাহায্য করিবার জন্য পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিয়া আসিতেছিলেন। পথিমধ্যে সীতাকে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহার

---

* হিন্দুরামায়ণ মতে শূর্পণখা (জৈন পদ্মপুরাণে চন্দ্রনখা) রাম ও লক্ষ্মণের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলে লক্ষ্মণ উঁহার নাক কান কাটিয়া দেন। শূর্পণখা খরের নিকট যাইয়া নিজ অপমানের কথা বলিলে তিনি ভ্রাতা দূষণ ও বহু সৈন্যসহ রামলক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হন। লঙ্কায় রাবণের নিকট খরদূষণ প্রভৃতির পরাজয় ও নিধনের কথা পৌঁছিলে রাবণ রামকে পরাজিত করিবার জন্য যাত্রা করেন। রাম অপরাজেয় এবং সীতাকে হরণ করাই রামকে জয় করিবার একমাত্র উপায় বুঝিতে পারিয়া রাবণ মারীচ নামক রাক্ষসের সাহায্যে সীতাকে হরণ করিবার আয়োজন করেন। মারীচ রাক্ষস স্বর্ণমৃগের আকার ধারণ করিয়া রামের আশ্রম সমীপে আগমন করে। সীতা উহাকে ধরিতে চাহিলে রাম উঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং প্রয়োজন হইলে লক্ষ্মণকে ডাকিবেন বলিয়া যান। কিছু পরে মারীচ রামের স্বর অনুকরণ করিয়া লক্ষ্মণকে ডাকিলে লক্ষ্মণ সীতাকে একাকিনী ফেলিয়া রামের সাহায্যার্থে চলিয়া যান। ইত্যবসরে রাবণ সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া সীতার নিকট আসিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করেন। সীতা ভিক্ষা দিবার জন্য গৃহ হইতে বহির্গত হইলে তিনি তাঁহাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়া যান। জটায়ু পথিমধ্যে সীতাকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করে। জটায়ুর উপর সীতার রক্ষার ভার ছিল এ কথা হিন্দু রামায়ণে নাই।

অতুলনীয় রূপে মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং যুদ্ধে যাইবার কথা একরূপ ভুলিয়া গিয়া সীতাকে পাইবার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

রাবণ অবলোকিনী বিদ্যাবলে জানিতে পারিলেন লক্ষ্মণ সিংহনাদ করিলেই রাম সীতাকে ফেলিয়া লক্ষ্মণের সাহায্যার্থে গমন করিবেন। ইহা জানিতে পারিয়া তিনি কিছু দূরে যাইয়া লক্ষ্মণের স্বরের অনুকরণ করিয়া 'রাম, রাম' বলিয়া সিংহনাদ করিলেন।

ভ্রাতার বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া রামচন্দ্র সীতাকে পুষ্পোদ্যান-মধ্যে রাখিলেন এবং জটায়ুর উপর তাঁহার রক্ষার ভার দিয়া যাত্রা করিলেন। এদিকে রাবণ সুযোগ পাইয়া সীতাকে হরণ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। জটায়ু রাবণের সহিত যথাসাধ্য যুদ্ধ করিয়া অবশেষে রাবণের এক আঘাতে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়া গেল। রাবণ তাহাকে এইরূপে পরাজিত করিয়া একরূপ অক্লেশেই সীতাকে বিমানের উপর চড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

এদিকে পথিমধ্যে রামকে দেখিতে পাইয়া লক্ষ্মণ জিজ্ঞাসা করিলেন—'আপনি আসিলেন কেন?' রাম বলিলেন—'তোমার সিংহনাদ শুনিয়া আমি আসিয়াছি।' লক্ষ্মণ কহিলেন—'আমি ত সিংহনাদ করি নাই। নিশ্চয় কোন ব্যক্তি আপনাকে বঞ্চিত করিয়াছে। আপনি শীঘ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করুন। আমি শত্রুকে জয় করিয়া এখনই ফিরিতেছি।'

রাম তখন সত্বর গৃহে ফিরিলেন, কিন্তু সীতাকে দেখিতে না পাইয়া তিনি ব্যাকুলচিত্তে তাঁহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিশেষ রূপে অন্বেষণ করিয়াও যখন সীতাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি পাগলের মত হইলেন বৃক্ষ, নদী, পর্বত এই সকল অচেতন পদার্থের নিকটও সীতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

ইতোমধ্যে লক্ষ্মণ খরদূষণকে পরাস্ত করিলেন এবং বিরাধিত নামক বিদ্যাধর তাঁহাকে যুদ্ধে সাহায্য করিয়াছিল বলিয়া পাতাল লঙ্কার রাজত্ব তাহাকেই দান করিয়া রামের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাম মাটীতে বসিয়া আছেন এবং সীতা তাঁহার নিকট নাই ইহা দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—'সীতাদেবী কোথায়?'

লক্ষ্মণকে জড়াইয়া ধরিয়া রাম বলিলেন—'ভাই, জানকী কোথায় গিয়াছেন তাহা আমি জানি না। আমি তাঁহার বহু অন্বেষণ করিয়াছি কিন্তু কোথাও সন্ধান পাই নাই। কেহ কি তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল

অথবা বাঘ ভাল্লুকে তাঁহাকে খাইয়া ফেলিল তাহা আমি কিছুই বলিতে পারিতেছি না।'

লক্ষ্মণ বলিলেন—'বিলাপ করিয়া কোনও লাভ নাই। অবশ্যই কোন না কোন দৈত্য তাঁহাকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। যাহা হউক আমি খোঁজ করিয়া তাঁহাকে শীঘ্রই আপনার নিকট লইয়া আসিব। আপনি নিশ্চিন্ত হউন।' এই বলিয়া শীতল জলে তিনি তাঁহার মুখ ধোয়াইয়া দিলেন। এই সময় একটা ভীষণ কোলাহল শুনা গেল। তাহা শুনিয়া রাম জিজ্ঞাসা করিলেন—এ কোলাহল কিসের?

লক্ষ্মণ বলিলেন—'চন্দ্রোদয় নামক বিদ্যাধরের পুত্র বিরাধিত যুদ্ধে আমাকে সাহায্য করিয়াছিল। সেই বিরাধিত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে। তাহারই সেনাদিগের এই কোলাহল।'

এই বলিতে বলিতেই বিরাধিত সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মন্ত্রিগণের সহিত রামকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—'আপনি আমার প্রভু, আমি আপনার সেবক। কি কার্য্য করিতে হইবে আদেশ করুন।

লক্ষ্মণ বলিলেন—কোনও দুরাচার আমার এই ভ্রাতার স্ত্রীকে অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাঁহাকে না পাইলে আমার ভ্রাতা প্রাণত্যাগ করিবেন। আর আমার ভ্রাতার মৃত্যু হইলে আমিও অগ্নিতে প্রবেশ করিব—এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এখন তোমার যাহা উচিত মনে হয় তাহা কর।'

ইহা শুনিয়া বিরাধিত মন্ত্রীদিগকে বলিলেন—'প্রভুর স্ত্রী কোথায় আছেন তাহা খোঁজ করিয়া খবর লইয়া আইস।

মন্ত্রিগণ চারিদিকেই অনুসন্ধান করাইলেন কিন্তু কোথাও কোন খোঁজ পাওয়া গেল না। তখন রামচন্দ্র নিরতিশয় দুঃখিত হইলেন তাহাতে বিরাধিত বলিল—'অধীর হইবেন না। আপনি পাতাললঙ্কায় চলুন। সেখান হইতে বিশেষ যত্নের সহিত সীতাদেবীর অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিব। এ বনের মধ্যে ভয়ের কারণ আছে। কারণ খরদূষণের মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া রাবণ ও তাহার পক্ষীয় সুগ্রীব হনুমান্ প্রভৃতি সকলেই আসিয়া এখানে উপস্থিত হইবে। পাতাল লঙ্কা শত্রুর অগম্য। সেখানে না গেলে কোন সদুপায় হওয়া অসম্ভব।'*

তখন সকলে রথে আরোহণ করি[illegible] [illegible]ছিলেন।

* হিন্দুরামায়ণে বিরাধিতের কোনও [illegible]

খরদূষণের দ্বিতীয় পুত্র সুন্দর তাঁহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইলে তাহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিলেন। সুন্দর ও চন্দ্রনখা পাতাললঙ্কা ত্যাগ করিয়া লঙ্কায় চলিয়া গেলেন। রামচন্দ্র পাতাললঙ্কায় যাইয়া সমস্ত চৈত্যালয়ে ও মন্দিরে ভক্তির সহিত পূজাদি করিয়া মনে কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিলেন।

(৯)

রাবণ বিমানে চড়াইয়া সীতাকে লইয়া যাইবার সময় সীতা 'হা রাম, হা লক্ষ্মণ' বলিয়া করুণস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন। ভামণ্ডলের সেবক অর্কজটীর পুত্র রত্নজটী* সেই ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাইয়া রাবণের বিমানের নিকটে আসিলেন এবং সীতাকে বিলাপ করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধভাবে রাবণকে বলিলেন— "পাপিষ্ঠ দুষ্ট বিদ্যাধর, তুমি এরূপ গুরুতর অপরাধ করিয়া কোথায় পলাইবে? ইনি ভামণ্ডলের ভগিনী ও শ্রীরামচন্দ্রের পত্নী। আমি ভামণ্ডলের সেবক। যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে তবে ইঁহাকে ছাড়িয়া দাও।"

রত্নজটীর সহিত যুদ্ধ করা উচিত নহে বিবেচনা করিয়া রাবণ তাঁহার আকাশগামিনী বিদ্যা হরণ করিলে তিনি মাটীতে পড়িয়া গেলেন এবং রাবণ নির্বিঘ্নে সীতাকে লইয়া যাইয়া স্বকীয় দেবরমণ নামক উপবনের মধ্যে রাখিলেন। বিমানের মধ্যে রাবণ সীতাকে নিজের প্রতি অনুরক্ত করিবার জন্য নানা প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন কিন্তু সীতাদেবী তাহা গ্রাহ্যও করেন নাই। যে পর্য্যন্ত রামচন্দ্রের শুভ সংবাদ না পাওয়া যায় সে পর্য্যন্ত অন্ন জল স্পর্শ করিবেন না রাবণের গৃহে আসিয়া তিনি এইরূপ সঙ্কল্প করিলেন এবং কাহারও সহিত কোনও কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

রাবণ তাঁহাকে উপবনের মধ্যে রাখিয়া স্বয় অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে চন্দ্রনখা পতিপুত্রের শোকে ক্রন্দন করিতেছিলেন। দেখিয়া তিনি মন্দোদরীর নিকট গেলেন। মন্দোদরী তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া বলিলেন— 'খরদূষণ বীরের মত প্রাণ ত্যাগ করিয়াছেন। তাহাতে তোমার মত বীর পুরুষের শোক করা উচিত নহে।'

---

* হিন্দুরামায়ণে অর্কজটী বা রত্নজটীর উল্লেখ নাই।

রাবণ বলিলেন— 'আমি সেরূপ দুঃখ বলিতেছি না। আমার প্রাণনাশের সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে। আমি সীতানাম্নী এক অপূর্ব সুন্দরীকে হরিয়া আনিয়াছি। যদি সে আমাকে পতিরূপে বরণ না করে তাহা হইলে আমি আর বাঁচিব না।'

মন্দোদরী বলিলেন— 'কেন বলাৎকার করিয়া তুমি তাহাকে গ্রহণ কর না কেন?'

রাবণ বলিলেন—'আমি কোনও মুনির নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে—যে স্ত্রী আমাকে কামনা না করিবে আমি তাহার উপর বলাৎকার করিব না। অতএব যদি আমার বাঁচিয়া থাকা তোমার অভিপ্রেত হয় তবে যাও যাইয়া সীতা যাহাতে আমার প্রতি অনুরক্তা হয় তাহার ব্যবস্থা কর।'

তখন মন্দোদরী প্রভৃতি রাবণের আঠার হাজার রাণী দেবরমণ উপবনে যাইয়া সীতাকে নানা রকমে রাবণের প্রতি আকৃষ্ট করিবার জন্য যত্ন করিলেন কিন্তু তাহাতে সীতার মন একটুও বিচলিত হইল না। এই সময় পুনরায় রাবণ সেখানে আসিলেন এবং শোকশমনার্থ বিভীষণ ও মন্ত্রিগণও সে সময় আসিলেন। সীতার ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া বিভীষণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে? কাঁদিতেছ কেন? তোমাকে বড় দুঃখিত বলিয়া বোধ হইতেছে।' তখন সীতা বিভীষণের নিকট নিজের সমস্ত পরিচয় দিলেন এবং তাঁহার নিকট সমস্ত ঘটনা বুঝাইয়া বলিলেন।

সমস্ত শুনিয়া বিভীষণ রাবণকে এই অন্যায় কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বহু অনুরোধ করিলেন। মন্ত্রী মারীচও বহু অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাবণ তাঁহাদের কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি বলিলেন—'পৃথিবীতে যাহা যাহা উত্তম তাহা আমারই সম্পত্তি এবং তাহা আমারই উপভোগ্য। অতএব তোমাদের এ বিষয়ে বলিবার কিছু নাই।' এই বলিয়া তিনি সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তাহার পর, রাবণ সীতাকে দেবরমণ বন হইতে লইয়া যাইয়া সুরগিরি পর্ব্বতে প্রমদনামে যে মনোহর উদ্যান ছিল তাহার মধ্যস্থিত অশোকমালিনী দীর্ঘিকার তীরবর্ত্তী অশোক বৃক্ষের নিম্নে বেদির উপর রাখিলেন। সেখানে বিদ্যাধরের স্ত্রীগণ নানাবিধ পানভোজন সামগ্রী লইয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত। কিন্তু সীতা তাহাদের দিকে দৃষ্টি মাত্র করিতেন না।

(১০)

রাবণের পক্ষাবলম্বী বানরবংশীয়* পরাক্রমশালী রাজা সুগ্রীবের† স্ত্রী সুতারার প্রতি সাহসগতিনামক বিদ্যাধর পূর্ব্ব হইতেই আসক্ত ছিল। সে একদিন সুযোগ পাইয়া বাঞ্ছিতরূপদায়িনী বিদ্যার বলে সুগ্রীবের রূপ ধারণ করিয়া সুতারার কক্ষে প্রবেশ করিল। আসল সুগ্রীব সেখানে আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি কে?' সাহসগতি বলিল 'আমি সুগ্রীব।' তাহা শুনিয়া সুগ্রীব বলিলেন—'এ গৃহ আমার। আমারই নাম সুগ্রীব। তুমি আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছ কেন?'

এই প্রকার বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সুগ্রীব পাতাল লঙ্কায় গমন করিলেন এবং রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণের শরণাপন্ন হইলেন ও বলিলেন—'আমি অত্যন্ত দুঃখী। আমার রাজ্য ও স্ত্রী সকলই একব্যক্তি আত্মসাৎ করিতে উদ্যত হইয়াছে। আপনি যদি আমার রাজ্য ও স্ত্রী উদ্ধার করিয়া আমাকে দিতে পারেন তাহা হইলে সাত দিনের মধ্যে আমি আপনাকে সীতার সন্ধান আনিয়া দিব এবং রাবণের পক্ষ ত্যাগ করিয়া আপনার পক্ষ অবলম্বন করিব ও আপনার সেবক হইব। আমার অধীনস্থ অন্যান্য সমস্ত বানরবংশীয়গণও রাবণের পক্ষ ত্যাগ করিয়া আপনার আজ্ঞাকারী হইবে।'

তখন সুগ্রীবের কথানুসারে রামচন্দ্র সাহসগতির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। পুণ্যবান্ রামের সমীপে আসায় সাহসগতির বহুরূপিণী বিদ্যা দূরীভূত হইল এবং তাহার প্রকৃতরূপ প্রকট হইয়া পড়িল। রামচন্দ্র তাহাকে পরাস্ত

---

* বানরযুক্ত বংশ (ধ্বজগও) যাহাদের তাহারা বানরবংশীয় জৈনমতে বানরবংশের এই ব্যুৎপত্তি। জৈনমতে সুগ্রীব, হনুমান্ প্রভৃতি পশু ছিলেন না। কোন কোন বিদ্যাধর রাজা নিজেদের ছত্র, চামর প্রভৃতিতে বানরের প্রতিকৃতি ধারণ করিতেন বলিয়াই তাঁহাদের বংশীয় রাজারা বানরবংশীয় নামে পরিচিত হইয়াছিলেন ইহাই জৈনমত। বানরবংশ সম্বন্ধে একটী নূতন কথা শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রণীত History of Bengali Language নামক গ্রন্থ হইতে এ স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। মজুমদার মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহার অনুবাদ এই —

তামিল দেশে আজ পর্য্যন্ত মরুড় নামে একটী জাতি আছে। এই জাতির সামাজিক মর্য্যাদা যথেষ্ট। অনেক অবস্থাপন্ন জমিদারও এই জাতির মধ্যে আছেন। মরুড় এই দ্রাবিড় শব্দটিকে অনায়াসে মর্কট এই রূপে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে। তাহাতেই মনে হয় রামায়ণকার বাল্মীকি ইহাদিগকে মর্কট বা বানর রূপে পরিচিত করিয়াছেন। মরুড়গণ বলেন তাঁহাদের পূর্ব্ব নিবাস ছিল মধ্য ভারতের অন্তর্গত দণ্ডকারণ্যে।

† সুগ্রীব রাবণের পক্ষাবলম্বী ছিলেন একথা হিন্দুরামায়ণে নাই।

করিয়া যথাসাধ্য প্রেরণ করিলে তাহার সৈনিকগণের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হইল এবং তাহারা যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। ইহার পরে সুগ্রীব রাজ্য ও স্ত্রী পুনরায় প্রাপ্ত হইয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন এবং নল, নীল প্রভৃতি বানরবংশীয় বিদ্যাধরগণ রামের পক্ষ অবলম্বন করিল। *

এ দিকে রত্নজটীর নিকট খবর পাওয়া গেল যে রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তখন সীতার ভ্রাতা ভামণ্ডলকে খবর দিয়া আনান হইল এবং সকলে কিষ্কিন্ধ্যায় মিলিত হইয়া কি উপায়ে সীতাকে উদ্ধার করা যাইতে পারে সে বিষয় পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

অনেক বিদ্যাধর লক্ষ্মণকে বুঝাইল—'রাবণ বড় পরাক্রমশালী রাজা। তাহার সহিত যুদ্ধ করা উচিত নহে। অতএব আপনারা এখানেই অবস্থান করুন। আমরা সকলে আপনাদের সেবা করিব। আপনারা সীতার আশা পরিত্যাগ করুন। বিদ্যাধরকন্যার সহিত আমরা আপনাদের বিবাহ দিব।'

ইহা শুনিয়া রাম বলিলেন—'অন্য স্ত্রী ইন্দ্রাণীতুল্য হইলেও আমার তাহাতে কোনও প্রয়োজন নাই। সীতা ভিন্ন অন্য স্ত্রী পাইবার ইচ্ছা আমার নাই। যদি আমার উপর তোমাদের ভক্তি বা ভালবাসা থাকে তবে সত্বর সীতাকে আনিয়া দেখাও।'

জাম্বুনদ † প্রভৃতি বিদ্যাধরগণ বলিল—'রাবণ একবার অনন্তবীর্য্য নামক মুনির নিকট নিজের মৃত্যুর কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে মনুষ্য কোটিশিলা উঠাইতে সমর্থ হইবে সেই তাহাকে মারিবে।

লক্ষ্মণ বলিলেন—চল, ঐ কোটিশিলা কোথায় আছে দেখাইয়া দাও' তখন সকলে বিমানে আরোহণ করিয়া যেখানে কোটিশিলা ছিল সেই স্থানে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া সকলে উহাকে নমস্কার করিলেন এবং তিনবার প্রদক্ষিণ করিলেন। তাহার পর লক্ষ্মণ অনায়াসে ঐ শিলাকে কোমর পর্য্যন্ত উঠাইয়া ফেলিলেন। আকাশ হইতে দেবগণ 'জয়, জয়' করিয়া উঠিলেন এবং পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। তখন সকলেই বুঝিলেন—'ইঁহার হাতেই রাবণের মৃত্যু হইবে। ইনিই অষ্টম নারায়ণ‡'

---

* হিন্দু রামায়ণ মতে সুগ্রীব ও তাহার অগ্রজ বালির মধ্যে কোন্ কারণে বিবাদ উপস্থিত হইলে রাম বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে সিংহাসনে বসান।

† হিন্দুরামায়ণে জাম্বুনদ নামক কাহারও উল্লেখ নাই।

‡ জৈনরা ২৪ জন তীর্থঙ্কর প্রভৃতি যে ত্রিষষ্টি শলাকাপুরুষ বা মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন ৯ নারায়ণ ৯ প্রতিনারায়ণ ও ৯ বলদেব তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। প্রথম শলাকাপুরুষ রাজা

তখন সকলে সেখান হইতে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যার সময় কিষ্কিন্ধ্যায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিলা উত্তোলনের কথা শুনিয়াও সুগ্রীব পুনরায় বলিলেন—'রাবণ অতিশয় পরাক্রমশালী রাজা। উহার সহিত যুদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত নহে। সুতরাং এক চতুর দূতকে বিভীষণের কাছে পাঠান হউক। বিভীষণ ধর্মাত্মা ও বুদ্ধিমান্। সে রাবণকে বুঝাইয়া সীতাদেবীকে এস্থানে পাঠাইয়া দিবে।'

ইহা শুনিয়া মহোদধি নামক বিদ্যাধর বলিলেন—'এ কথা যুক্তিযুক্ত বটে। তবে রাবণ লঙ্কার চতুর্দ্দিকে মায়াময় যন্ত্র রচনা করিয়াছে। সুতরাং কি আকাশ পথে কি জলপথে সেখানে কাহারও যাইবার কোনই উপায় নাই। তবে যদি পবনঞ্জয়ের পুত্র হনুমানকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইতে পারেন তাহা হইলে সে সমস্ত যন্ত্রকে দূর করিয়াও সেখানে যাইতে পারে। আর সে রাবণের ভাগিনেয়ীজামাতা ও পরম মিত্র। * সুতরাং সে একেবারে রাবণের নিকট যাইয়াই সমস্ত কথা তাহাকে বুঝাইয়া বলিতে পারে।'

তখন হনুমানের নিকট দূত পাঠান হইল। † সুগ্রীবের সমস্ত কষ্ট রাম লক্ষ্মণ দূরীভূত করিয়াছেন। তাঁহারাই পাতাললঙ্কার অধিপতিকে বিনষ্ট করিয়া বিরাধিতকে উহার রাজত্ব প্রদান করিয়াছেন—এই সকল কথা হনুমানকে বুঝাইয়া বলা হইলে তিনি নিজ শ্বশুর সুগ্রীবের‡ আজ্ঞানুসারে সসৈন্যে উৎকণ্ঠিত কিষ্কিন্ধ্যায় যাত্রা করিলেন এবং সেখানে পরামর্শ স্থির করিয়া সেখান হইতে লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

(১১)

লঙ্কায় প্রবেশ করিয়া হনুমান্ প্রথমে বিভীষণের নিকটে গেলেন। বিভীষণের নিকট রাবণের দৌরাত্ম্যের কথা বলিতেই তিনি বলিলেন—'দেখ,

---

হইয়া ইঁহারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন এবং পরে ক্রমে ক্রমে মোক্ষপদের অধিকারী হয়েন। নারায়ণ ভিন্ন অন্য কেহ কোটিশিলা নামক প্রস্তরখণ্ড উঠাইতে পারেন না। যিনি উহা উঠাইতে পারেন তাঁহাকেই নারায়ণ বলিয়া চেনা যায়। প্রতিনারায়ণ নারায়ণ কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। লক্ষ্মণ ও কৃষ্ণ ইঁহারা নারায়ণ ছিলেন আর প্রহ্লাদ বাণ রাবণ ইঁহারা প্রতিনারায়ণ ছিলেন। রাম ছিলেন অষ্টম বলভদ্র বলভদ্র নারায়ণের ভ্রাতাদিগেরই অগ্রজ হয়েন।

* হনুমান্ রাবণের পরম মিত্র ও জামাতা ছিলেন একথা হিন্দুরামায়ণে নাই।

† জৈনপদ্মপুরাণমতে হনুমানের আর এক নাম শ্রীশৈল।

‡ সুগ্রীব হনুমানের শ্বশুর একথা হিন্দুরামায়ণে দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমি বহুবার রাবণকে বুঝাইয়াছি। কিন্তু সে কিছুতেই আমার কথা গ্রাহ্য করে না। আর যে দিন হইতে আমি তাহাকে এই অন্যায় হইতে বিরত হইতে বলিয়াছি সেই দিন হইতে সে আমার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করে না। তবে তুমি যখন বলিতেছ তখন আমি আরও একবার তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার ভরসা হয় না যে সে সীতাকে ছাড়িয়া দিবে। বেশী কথায় কাজ কি? আজ এগার দিন যাবৎ সীতা অন্নজল স্পর্শ করেন না। তথাপি রাবণের মনে দয়ার আবির্ভাব হয় না।

বিভীষণের নিকট এই সকল কথা শুনিয়া হনুমান্ প্রমদবনে সীতার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে যাইয়া দেখিলেন—অনবরত অশ্রুপাতে সে স্থান ভিজিয়া গিয়াছে। চিন্তা ও শোকে সীতার শরীর অত্যন্ত কৃশ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইহা সত্বেও সীতার সৌন্দর্য্যের তুলনা হয় না।

হনুমান মনে মনে বলিলেন—ইহাকে যে দিন রামচন্দ্রের সহিত মিলিত করিতে পারিব সে দিন আমার জীবন সার্থক হইবে।' ইহার পর তিনি সীতার নিকটে যাইয়া রামের প্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক তাঁহার সম্মুখে রাখিলেন। তাহা দেখিবামাত্র সীতার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল—মুখে আনন্দের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। সীতাকে একটু প্রসন্ন দেখিয়া হনুমান তাঁহার পার্শ্বে বসিলেন এবং তাঁহার নিকট রামলক্ষ্মণের সংবাদ বলিতে লাগিলেন।

এদিকে সীতার পার্শ্বে যে সকল দূতী বসিয়াছিল তাহারা সত্বর অন্তঃপুরে সীতার প্রসন্ন হইবার সংবাদ লইয়া গেল। মন্দোদরী দূতীদিগকে যথোচিত পুরস্কার দিলেন এবং অন্যান্য সমস্ত রাণীকে লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

মন্দোদরী সীতাকে সন্তুষ্ট দেখিয়া তাঁহার মন রাবণের দিকে আকৃষ্ট করিবার জন্য নানা কথা বলিতে আরম্ভ করিলে সীতা বলিলেন—"আজ আমি এই হনুমানের নিকট হইতে আমার স্বামীর খবর পাইয়াছি। সেই জন্যই আজ আমার এ আনন্দ। আপনার এই সমস্ত দুষ্ট কথা এখন বন্ধ করুন।

মন্দোদরী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া হনুমান্‌কে বলিলেন—তুমি ত রাবণের পরমাত্মীয়—তুমি তাঁহার ভাগিনেয়ীকে বিবাহ করিয়াছ। বিশেষত তুমি রাবণের পরম ভক্ত ও আজ্ঞাকারী। তুমি বিদ্যাধর হইয়া ভূচর মানুষের চাকরী করিতেছ এবং তাহার দূত হইয়া এখানে আসিয়াছ। তোমার কি আত্মসম্মান বোধ একেবারেই লোপ পাইয়াছে?"

হনুমান্ উত্তর করিলেন—'তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আপনি ময়রাজার কন্যা ও পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট রাবণের পতিব্রতা পাটরাণী হইয়াও রামের পতিব্রতা পত্নীকে পুনর্বিবাহে সম্মত করাইয়া নিজের স্বামীর নরকগমনের পথ পরিষ্কার করিবার জন্য এবং সমস্ত পরিবারবর্গকে অনন্ত দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিবার জন্য এই যে দূতীগিরী করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আপনার কি ইহাতে বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ হইতেছে না।'

হনুমানের কথায় ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া মন্দোদরী বলিলেন—'তোমার এ প্রলাপ সম্পূর্ণ নিষ্ফল। নির্লজ্জ সুগ্রীব প্রভৃতি নিজেদের প্রভু রাবণকে ত্যাগ করিয়া সামান্য মানুষের সেবা করিতে গিয়াছে। নিশ্চয় জানিও, তাহাদের মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে।'

সীতা আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি প্রাণ খুলিয়া রামচন্দ্রের প্রশংসা ও রাবণের নিন্দা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন—'আমার স্বামী ও লক্ষ্মণ যদি এখানে আসেন তাহা হইলে তুমি নিশ্চয় বিধবা হইবে।' ইহা শুনিয়া সকলে সীতাকে মারিতে উদ্যত হইলে হনুমান্ মধ্যে পড়িয়া সকলকে দূর করিয়া দিলেন। অপমানে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহারা সকলেই রাবণের নিকট চলিয়া গেলেন।*

তখন হনুমান্ সীতাকে আহার করিতে অনুরোধ করিলে এগার দিনের পর সীতা সামান্য ফলমূল আহার করিলেন। ভোজনান্তে হনুমান্ সীতাকে বলিলেন—'মা, আপনি আমার স্কন্ধে আরোহণ করুন। আমি এখনই আপনাকে রামচন্দ্রের নিকট লইয়া যাইতেছি।' কিন্তু সীতা বলিলেন—'স্বামীর আজ্ঞা ব্যতীত আমি এস্থানও ত্যাগ করিয়া যাইতে পারি না। অতএব, তুমি তাঁহার নিকট যাইয়া সমস্ত কথা বল।' সীতা কয়েকটী গোপনীয় কথা বলিয়া রামের বিশ্বাসোৎপাদনের জন্য হনুমানের নিকট নিজের মাথার মণি খুলিয়া দিলেন।

এদিকে মন্দোদরী যাইয়া হনুমানের সমস্ত কথা রাবণের কাছে বলিলে তিনি হনুমান্‌কে ধরিয়া আনিবার জন্য বহু সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। হনুমান্ সকলকেই দূর করিয়া দিলেন। তখন মেঘনাদ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি সকলকেই পাঠান হইল। লঙ্কার বহির্দ্দেশে বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া হনুমান্ শত্রুসৈন্য

---

* এই ঘটনার উল্লেখ হিন্দুরামায়ণে নাই।

ধ্বংস করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে ইন্দ্রজিৎ হনুমান্‌কে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া তাঁহাকে রাবণের নিকট লইয়া গেল।

রাবণ তাঁহাকে কুৎসিত ভাষায় গালি দিতে লাগিলে হনুমান্ তাহার যথোচিত জবাব দিলেন। তাহার পর লোহার শিকলে বাঁধিয়া হনুমান্‌কে সমস্ত নগরে ঘুরাইবার আদেশ হইল। হনুমান্ শিকল ছিঁড়িয়া আকাশপথে চলিয়া আসিলেন। আসিবার সময় রাবণের সুন্দর সুন্দর ঘর দরজা পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া লঙ্কার সমস্ত শোভা নষ্ট করিয়া দিয়া আসিলেন।*
হনুমানের নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া রামলক্ষ্মণ যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

এদিকে বিভীষণ পুনরায় রাবণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলে রাবণ বিভীষণকে মারিতে উদ্যত হইল। ইহাতে বিভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশ অক্ষৌহিণী সেনার সহিত রামের পক্ষ অবলম্বন করিল। সীতার ভাই ভামণ্ডলও একহাজার অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া আসিল। সর্বশুদ্ধ রামলক্ষ্মণের সেনার পরিমাণ হইল দুই হাজার অক্ষৌহিণী, আর রাবণের সেনার পরিমাণ হইল চার হাজার অক্ষৌহিণী।

(১২)

রণভেরী বাজিয়া উঠিল। দুই পক্ষের সেনাই সজ্জিত হইয়া যথাবিধি দণ্ডায়মান হইল। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দুই পক্ষের যোদ্ধৃগণই নিজেদের বল প্রদর্শন করিতে লাগিল। রাম কুম্ভকর্ণকে ঘিরিয়া তাহাকে নাগপাশে আবদ্ধ করিলেন। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বন্দী করিলেন। রাবণ বিভীষণকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুড়িতে যাইতেছিলেন। ইতোমধ্যেই লক্ষ্মণকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া তিনি তাঁহার উপর শক্তিবাণ (বা শক্তিশেল) নিক্ষেপ করিলেন। আহত লক্ষ্মণ অজ্ঞান হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন।†

ভ্রাতাকে পতিত হইতে দেখিয়া রামেরও জ্ঞান হারাইবার উপক্রম হইল— তাঁহার হৃদয় হইতে সাহস ও বল দূরীভূত হইল। তিনি সেদিনকার মত যুদ্ধ

---

* হিন্দুরামায়ণ মতে রাবণের আদেশে হনুমানের গাত্রে তৈলাক্ত বস্ত্র জড়াইয়া উহাতে আগুন ধরাইয়া দিলে হনুমান্ সেই আগুনের দ্বারা লম্ফ ঝম্প করিয়া লঙ্কার সমস্ত শ্রীবৃদ্ধি নষ্ট করিয়া দেন।

† হিন্দুরামায়ণ মতে রাবণ ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতি সকলে এক সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন নাই।

বদ্ধ করিয়া লক্ষ্মণকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। 'ভাই লক্ষ্মণ! তুমি কথা বলিতেছ না কেন? ওঠ, চক্ষু মেল, উঠিয়া দেখ আমি তোমার জন্য কিরূপ কাতর হইয়াছি। তুমি আমাকে এখানে একলা ফেলিয়া কোথায় চলিলে? তোমার মাতা তোমাকে আমার হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন; এখন যাইয়া আমি তাঁহাকে কি বলিয়া মুখ দেখাইব? তিনি যখন তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন তখন আমি তাঁহাকে কি উত্তর দিব? দেরী করিও না উঠিয়া দাঁড়াও। তোমাকে না দেখিয়া আমি অল্পক্ষণও থাকিতে পারি না তাহা তুমি জান। সীতা হারাইয়াছি, আবার তুমিও আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছ!' এইরূপে করুণভাবে রামচন্দ্র বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন। সেনাগণের মধ্যেও কোলাহল পড়িয়া গেল। সীতার নিকট এ খবর পৌছিলে তিনিও বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং উচ্চৈ স্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

ইতোমধ্যে এক ব্যক্তি আসিয়া লক্ষ্মণকে বাঁচাইবার এই উপায় বলিল—'অযোধ্যার সম্রাটের অধীন রাজা দ্রোণমেঘের কন্যা বিশল্যার স্নানের জল শীঘ্র আনাইবার বন্দোবস্ত কর। সেই জল সর্বাঙ্গে ছিটাইয়া দিলে এখনই লক্ষ্মণের জ্ঞানসঞ্চার হইবে।'

হনুমান্ তৎক্ষণাৎ ভরতের নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন। ভরত দ্রোণমেঘকে ডাকিয়া সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিলেন। বিশল্যাও সমস্ত কথা শুনিয়া নিজেই যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। হনুমান্ দ্রোণমেঘের অনুমতি অনুসারে তাহাকে বিমানে চড়াইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া আসিলেন।

বিশল্যা আসামাত্রই লক্ষ্মণের চৈতন্য ফিরিয়া আসিল। তখন তাহার স্নানের জল তাঁহার গায়ে এবং অন্যান্য আহত সৈনিকগণের গায়ে ছিটাইয়া দেওয়া হইল। ইন্দ্রজিৎ, কুম্ভকর্ণ প্রভৃতি শত্রুপক্ষীয় যোদ্ধাদের গায়েও উহা ছিটান হইল। তাহাতে সকলেরই ক্ষত সারিয়া গেল।*

---

* হিন্দুরামায়ণমতে লক্ষ্মণকে বাঁচাইবার জন্য হনুমান্ গন্ধমাদন পর্বত হইতে বিশল্যকরণী নামক উদ্ভিদ্ আনয়ন করিতে গমন করেন। কিন্তু ঐ উদ্ভিদ্ চিনিতে না পারায় তিনি সমস্ত পর্বতটিকেই উঠাইয়া লইয়া আসিয়া উপস্থিত হন। তখন উহার মধ্য হইতে বিশল্যকরণী বাছিয়া বাহির করিয়া তাহার রস লক্ষ্মণের ক্ষতস্থানে দেওয়া হইলে লক্ষ্মণ জ্ঞানলাভ করিলেন এবং সুস্থ হইলেন।

(১৩)

অর্দ্ধরাজ্য লইয়া সন্ধি করিবার প্রস্তাব করিয়া রাবণ রামের নিকট দূত পাঠাইলেন। কিন্তু—'আমি সীতা ভিন্ন আর কিছুই চাহি না' ইহা বলিয়া রাম সে দূতকে ফিরাইয়া দিলেন। তখন রাবণ শেষবার চেষ্টা করিয়া দেখিবার জন্য সীতার নিকটে গেলেন এবং তিনি যাহাতে তাঁহাকে পতিরূপে বরণ করিতে স্বীকৃত হন সে জন্য তাঁহাকে বহু বুঝাইলেন। কিন্তু সীতা তাঁহার সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। অবশেষে তিনি রাবণকে বলিয়া দিলেন—"শ্রীরামচন্দ্র যদি আপনার এ দুই মুহূর্ত্তে পতিত হন তাহা হইলে মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে অবশ্য এই কথা বলিবেন—'আপনার প্রিয়তমা সীতা অন্তিম সময়ে আপনাকে দেখিতে পারিল না' ইহা তাহার বড়ই কষ্টের বিষয়। কিন্তু আপনার মৃত্যুর কথা শুনিয়া সেও আর প্রাণধারণ করিবে না।"

রাবণ সীতার এই দৃঢ়তা দেখিয়া স্থির বুঝিলেন—'সীতা কখনই আমাকে গ্রহণ করিবে না। দুঃখের বিষয়—আমি কেবল পরস্ত্রীহরণের কলঙ্কভাজন হইলাম—এই পবিত্র বংশকেও কলঙ্কিত করিলাম—ব মর্য্যাদা নষ্ট হইল—ভাইবন্ধুও আমাকে ত্যাগ করিল—মিত্র শত্রু হইল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সীতাকে পাইলাম না।'

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি মন্দোদরীর ঘরে যাইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—'জানি না আজ যুদ্ধ হইতে জীবিত ফিরিতে পারিব কি না। যদি জীবিত থাকি তবে পুনর্ব্বার দেখা হইবে। না হইলে এই শেষ দেখা।' রাবণ এই বলিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন।

পুনরায় দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ চলিতে লাগিল। রাবণ লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করিয়া চক্র নিক্ষেপ করিলেন। রামের পক্ষ হইতে একজন যোদ্ধা লক্ষ্মণকে উহার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিল কিন্তু কিছুতেই উহাকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না। চক্র পুণ্যশালী লক্ষ্মণকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার হস্তমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তখন লক্ষ্মণ পুনরায় উহাকে রাবণের উপর চালাইলেন। চক্র রাবণের উরুস্থল ছিন্ন করিল এবং তাহার প্রাণহীন দেহ মাটীতে লুটাইয়া পড়িল।

রাবণের পতনে তাঁহার সেনাগণের মধ্যে ছত্রভঙ্গ হইল তাহারা যে যেদিকে পারিল পলাইল। বিভীষণ রাবণের শোকে আত্মহত্যা করিতে চাহিলেন; রামলক্ষ্মণের সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহার শোকের কথঞ্চিৎ উপশম

হইল। তখন পদ্মসরোবরের তীরে সুগন্ধি কাষ্ঠপ্রভৃতির সাহায্যে রাবণের দাহক্রিয়া নিষ্পন্ন করা হইল। কুম্ভকর্ণ এবং ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতিকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। কিন্তু রাবণের মৃত্যুতে সংসারের প্রতি তাঁহাদের বৈরাগ্য উৎপন্ন হইল। রাজ্যসুখ ভোগ করিবার জন্য রাম তাঁহাদিগকে বিশেষ অনুরোধ করিলেন কিন্তু তাঁহারা তাহা শুনিলেন না।

ছাপ্পান্ন হাজার মুনির সহিত অনন্তবীর্য্যাচার্য্য মহোদয় কেবলজ্ঞান * লাভ করিয়া ঐ দিবসই লঙ্কায় আসিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সহিত বানরবংশীয় ও রাক্ষসবংশীয় সকলেই তাঁহাকে বন্দনা করিতে গেলেন। কুম্ভকর্ণ ও ইন্দ্রজিৎ তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। রাণী মন্দোদরীও আটচল্লিশ হাজার অন্যান্য রাণীর সহিত শশিকা আর্য্যিকার নিকট হইতে আর্য্যা ব্রত গ্রহণ করিলেন।†

অনন্তবীর্য্যাচার্য্যের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়া রামলক্ষ্মণ সহচরগণের সহিত লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। সেখানে রামসীতার মিলন হইল। লক্ষ্মণ সীতার চরণে প্রণত হইলেন। সুগ্রীব, হনুমান্ প্রভৃতি সীতাদেবীকে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে নানাবিধ দ্রব্য উপহার দিলেন। তাহার পর সকলে রাবণের গৃহস্থিত শান্তিনাথ দেবের‡ মন্দিরে পূজা করিতে গেলেন। সেখানে বিভীষণের পিতামহ সুমালী ও মাল্যবান্ এবং পিতা রত্নশ্রবা রাবণের মৃত্যুতে বিলাপ করিতেছিলেন, বিভীষণ তাঁহাদিগকে নানা কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিলেন এবং নিজের গৃহে প্রবেশ করিয়া পাটরাণী বিদগ্ধাকে লইয়া রামলক্ষ্মণের নিকট আসিলেন ও তাঁহাদিগকে ভোজন করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। উঁহাদের সঙ্গে যাইয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা পরিতোষসহকারে আহার করিলেন। বিভীষণ তাঁহাদিগের যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটী করিলেন না।

তাহার পর লঙ্কার সিংহাসনে রাম ও লক্ষ্মণের অভিষেকের আয়োজন করা হইল। তখন দুই ভাইই বলিলেন— পিতা ভরতকে সমস্ত রাজ্যই দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমরা যে রাজ্যই লাভ করি না কেন তাহা সকলই ভরতের প্রাপ্য।' পরন্তু সকলেই যখন বলিলেন আপনারা দুই জনই মহাপুরুষ

---

* সর্ব্বজ্ঞতা। যাঁহার এই জ্ঞান লাভ হইয়াছে তিনি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের সমস্ত বিষয়ই জানিতে পারেন।

† বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদিগকে যেরূপ ভিক্ষুণী বলা হয় সেইরূপ জৈন সন্ন্যাসিনীদিগকে আর্য্যিকা বলা হয়।

‡ শান্তিনাথ ষোড়শ বর্ত্তমান তীর্থঙ্কর।

—একজন নারায়ণ আর একজন বলভদ্র। সুতরাং 'আপনাদিগকেই অভিষিক্ত হইতেই হইবে' তখন তাঁহারা অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্বীকৃত হইলেন।*

অভিষেক সমাপ্ত হইলে পথে আসিবার সময় যে সকল রাজকন্যার সহিত লক্ষ্মণের বিবাহের কথা হইয়াছিল লক্ষ্মণ তাহাদিগকে আনিবার জন্য বিশল্যিকে পাঠাইলেন। রামচন্দ্রও চন্দ্রবর্দ্ধন প্রভৃতির কন্যা বিবাহ করিলেন। ইহার পর লঙ্কার রাজ্য বিভীষণকেই দেওয়া হইল এবং তাঁহারা ছয় বৎসর যাবৎ সেখানে অবস্থান করিয়া অযোধ্যার দিকে যাত্রা করিলেন।

তাঁহাদের আগমনোপলক্ষে অযোধ্যায় নানাবিধ উৎসব ও ধর্মকার্য্যের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইল। তাঁহাদিগকে দেখিয়া সকল প্রজাই বিশেষ আনন্দিত হইল। ভরত তখন রামের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তাব করিলেন। রাম বলিলেন—'লক্ষ্মণ—নারায়ণ এবং আমার অপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। অতএব তাহারই সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়া উচিত।'† বড় ভাই বর্ত্তমান থাকিতে লক্ষ্মণ এই প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করায় দুই ভ্রাতারই এক সঙ্গে যথারীতি অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তখন ভরত পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে এক সহস্র অপর রাজার সহিত মুনিদীক্ষা গ্রহণ করিয়া আত্ম মঙ্গলচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিছু দিন পরে কেকয়ীও তিন শত অপর স্ত্রীলোকের সহিত আর্য্যিকার দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

যে সকল রাজার রাজ্য কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল তাঁহাদিগকে তাঁহাদের রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া হইল। কেবল মথুরার রাজা মধু অতিরিক্ত স্বৈণ বিলাসী এবং রাজকার্য্যে সম্পূর্ণ বিমুখ ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে দূরীভূত করিয়া তাঁহার রাজ্য শত্রুঘ্নকে দেওয়া হইল।

(১৪)

কিছু দিন রাম লক্ষ্মণ বড় সুখে অতিবাহিত করিলেন। ইতোমধ্যে সীতা গর্ভবতী হইলেন এবং তীর্থাদি দর্শন করিবার অভিপ্রায় জানাইলেন। এই সময়ে একদিন অযোধ্যার প্রজাদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েক জন মিলিত হইয়া রামের নিকট আসিল এবং ভীতভাবে নিবেদন করিল—'প্রভো, নগরের মধ্যে নানারূপ অন্যায় ও অবিচার আরম্ভ হইয়াছে। সবল ব্যক্তি দুর্ব্বলের

* লঙ্কার সিংহাসনে রাম লক্ষ্মণের অভিষিক্ত হওয়ার কথা হিন্দু রামায়ণে নাই।

† হিন্দু রামায়ণমতে ভ্রাতাদিগের মধ্যে রামই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই রাবণবধাদি মহৎকার্য্য করিয়াছিলেন।

উপর অত্যাচার করিতেছে—শক্তিশালী শক্তিহীনের স্ত্রীকে কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে—সকলে বলিতেছে—'রাজারও যে অবস্থা প্রজারও তাহাই—রাজার ঘরে যাহা ঘটিতেছে প্রজার ঘরেও যে তাহা ঘটিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?' বস্তুত উচ্ছৃঙ্খলতা নগরমধ্যে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। আপনি আমাদের রাজা ও রক্ষক আপনার কাছে সমস্ত বিষয় নিবেদন করিলাম—আপনি যাহা উচিত ও ভাল মনে করেন তাহাই করুন।"

শ্রীরাম বুঝিলেন—'সীতাকে উদ্দেশ করিয়াই এ অপবাদ রটিয়াছে—আমার কুল কলঙ্কিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। সীতাকে নির্ব্বাসিত না করিলে এ অপবাদ ও কলঙ্ক ঘুচিবে না। অতএব সীতাকে রাজধানী হইতে নির্ব্বাসিত করিতে হইবে।' এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি লক্ষ্মণকে সকল কথা বলিলেন। লক্ষ্মণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যে ব্যক্তি সীতার কলঙ্কের কথা রটাইয়াছে তাহাকে দণ্ড দিবার প্রস্তাব করিলেন। রামচন্দ্র অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিলেন এবং সীতাকে নির্ব্বাসিত করার প্রস্তাব স্থির করিলেন।

তখন কৃতান্তবক্ত্র নামক সেনাপতিকে ডাকিয়া আদেশ দেওয়া হইল যে সে তীর্থ দেখাইবার ছল করিয়া সীতাকে লইয়া যাইবে এবং সিংহবনে তাহাকে রাখিয়া আসিবে। কৃতান্তবক্ত্র ভৃত্যমাত্র, সুতরাং তাহার কিছু বলিবার বা করিবার কোন্ অধিকার আছে? সুতরাং সে উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রভুর আদেশানুসারে কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইল।*

কৃতান্তবক্ত্র তীর্থ দর্শন করাইবার ছলে সীতাদেবীকে রথে উঠাইল এবং সিংহবনে যাইয়া রথ থামাইল। তখন তাহার মনে বড় দুঃখ উপস্থিত হইল এবং কিছু না বলিয়া সে কেবল কাঁদিতে লাগিল। সীতা জিজ্ঞাসা করিলেন—'তুমি এরূপ ব্যাকুলভাবে কাঁদিতেছ কেন? দেখিতেছি, তুমি বড়ই চিন্তিত

---

* হিন্দুরামায়ণমতে রামচন্দ্র রাজ্যসম্বন্ধে প্রজাদিগের মতামত ভদ্রনামক দূতকে জিজ্ঞাসা করেন। 'প্রজাগণ সীতার চরিত্রসম্বন্ধে সন্দেহ করে এবং রাম যে সীতাকে গ্রহণ করিয়াছেন সে জন্য সকলেই অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে'—ভদ্র এই কথা বলিলে রাম প্রজাদিগের মনোরঞ্জনের জন্য সীতাকে ত্যাগ করিবেন বলিয়া স্থির করেন। সীতা তপোবন দেখিতে চাহিয়াছিলেন, সুতরাং তপোবন দেখাইবার ছল করিয়া তাঁহাকে বনমধ্যে ত্যাগ করিয়া আসিবার জন্য লক্ষ্মণকে আদেশ দেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও লক্ষ্মণ অগ্রজের আদেশ পালন করিতে স্বীকৃত হন এবং তাঁহার আদেশানুসারে সীতাদেবীকে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমসমীপবর্ত্তী বনের মধ্যে ত্যাগ করিয়া আসেন।

হইয়া পড়িয়াছ। কি হইয়াছে শীঘ্র বল। আর্য্যপুত্রের কোনও অমঙ্গল হয় নাই ত?'

সীতাকে এইরূপ ব্যাকুল হইতে দেখিয়া সেনাপতি কথঞ্চিৎ আত্মসম্বরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন—'মা বলিব কি! বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। আপনি এতদিন রাবণের গৃহে রহিয়াছেন—এই জন্য নগরের লোকে আপনার চরিত্রবিষয়ে সন্দেহ করিতেছে। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র সেই কথা শুনিয়া অখ্যাতির ভয়ে মায়ামায়া বিসর্জন দিয়া আপনাকে এই বনে ত্যাগ করিবার আদেশ দিয়াছেন। লক্ষণ তাঁহাকে বহু বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র আপনাকে নির্দোষ জানিয়াও এই ভীষণ কার্য্য করিয়াছেন। মা, ভগবান্‌ই এখন আপনার একমাত্র আশ্রয়স্থল।'

হঠাৎ যেন বজ্রপাত হইল; সীতা মূর্চ্ছিতা হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে তিনি গদ্‌গদস্বরে বলিতে লাগিলেন —'সেনাপতি, আর্য্যপুত্র এ কাজ ভাল করেন নাই। তবে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক—তিনি সন্তুষ্ট থাকুন। আমি তাঁহার আদেশ মাথা পাতিয়া লইলাম। তুমি যাও—আশীর্ব্বাদ করি—সুখে থাকিও।

আর্য্যপুত্রকে বলিও—তিনি যেন আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে কোনও কষ্ট না করেন—ধৈর্য্য ধারণ করিয়া তিনি যেন নির্ব্বিঘ্নে প্রজাপালন করেন। তবে তাঁহাকে একথা মনে রাখিতে বলিও—প্রজাগণের নিন্দার ভয়ে তিনি যেন ভবিষ্যতে আর কখনও বিনা বিচারেই এইরূপে নিজের কর্ত্তব্য ও নিজের ধর্ম্ম ত্যাগ না করেন—তিনি যেন আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেন—ধর্ম্মেতে যেন চিরদিন তাঁহার মতি অক্ষুণ্ণ থাকে।'

এই বলিয়া সীতাদেবী পুনরায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। কৃতান্তবক্‌ সেই অবস্থায় সেই নির্জ্জন ভয়ানক বনের মধ্যে তাঁহাকে রাখিয়া ভৃত্যজীবনের নিন্দা করিতে করিতে সে স্থান পরিত্যাগ করিল।

জ্ঞানসঞ্চার হইলে সীতা সেই নির্জ্জন বনে একাকিনী বহু বিলাপ করিলেন। শেষে ভাবিলেন— নিশ্চয় পূর্ব্বজন্মে আমি কোন গুরুতর পাপ করিয়াছি—হয় ত আমি কোন দম্পতীর বিচ্ছেদের কারণ হইয়াছি। সেই পাপেরই এই ফল। মহারাজ জনকের কন্যা—শ্রীরামচন্দ্রের পাটরাণী হইয়া আজ আমার এই অবস্থা। যে আমি স্বর্গতুল্য প্রাসাদে বাস করিতাম—হাজার দাসী সর্ব্বদা যে আমার সেবার জন্য ব্যস্ত থাকিত—সেই আমাকে আজ একাকিনী

(১৬)

কিছুদিন পরে সুগ্রীব, হনুমান্ ও প্রজাদিগের কয়েক জন প্রতিনিধি আসিয়া রামের নিকট বলিলেন— সীতা বিশুদ্ধা—তাঁহার চরিত্রে কোনও দোষ নাই। অতএব এখন আপনি তাঁহাকে গ্রহণ করুন।' রাম তখন তাঁহাদের কথায় সম্মত হইয়া সীতাকে অযোধ্যায় আনাইলেন। সীতা আসিয়া বলিলেন—'লোকাপবাদ দূর করিবার জন্য আপনি আমাকে যাহা করিতে বলিবেন আমি তাহাই করিব।' রাম বলিলেন— তোমার অগ্নিপরীক্ষা হইবে। অগ্নির মধ্য হইতে যদি তুমি অক্ষতশরীরে বাহির হইয়া আসিতে পার তাহা হইলে আমি তোমাকে বিশুদ্ধা বলিয়া মনে করিব।' সীতা রামের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।*

তখন তিনশত হাত পরিমিত বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড নির্মিত হইল। সীতা পঞ্চ পরমেষ্ঠীকে† স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন— 'আমি যদি শ্রীরাম ভিন্ন অন্য পুরুষকে স্বপ্নেও কামনা করিয়া থাকি তাহা হইলে যেন আমার দেহ অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া যায়।' এই বলিয়া তিনি সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ‡

অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র অশ্ব ছাড়িয়া দেন। সেই অশ্বকে বাধা দেওয়ার জন্য লবকুশের সহিত রামলক্ষ্মণের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের সময় পরস্পর পরিচয় হইলে যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যায়। কৃত্তিবাসের বাঙ্গালা রামায়ণে উত্তররামচরিতের অনুরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভবভূতি জৈনপদ্মপুরাণের প্রাচীন বিবরণটিকে পরিবর্তিত ও মার্জিত করিয়া স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। রামলক্ষ্মণকে পিতা ও পিতৃব্যরূপে জানিয়াও অনঙ্গলবণ ও মদনাঙ্কুশ তাঁহাদিগকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল এ বিবরণ কবি ভবভূতির চক্ষে বড়ই বিসদৃশ বোধ হওয়ায় তিনি উহাকে যথোচিত পরিবর্তিত করিয়াছিলেন তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

* বাল্মীকির রামায়ণানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়ে বাল্মীকির শিষ্য বলিয়া পরিচিত লবকুশের মুখে বাল্মীকিরচিত রামচরিত্রবর্ণনাত্মক রামায়ণের গান শুনিয়া লবকুশকে রাম নিজপুত্র বলিয়া চিনিলেন এবং সীতা পবিত্রা বাল্মীকি এই কথা সর্ব্বসমক্ষে বলিলেও জনসাধারণের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য রাম সীতাকে নিজ শুদ্ধি প্রমাণ করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার নিকট দূত পাঠাইলেন।

† অর্হৎ সিদ্ধ আচার্য্য উপাধ্যায় এবং সাধু পাঁচ জনকে পঞ্চ পরমেষ্ঠী বলে।

‡ কৃত্তিবাসী রামায়ণমতে লঙ্কা হইতে আসিবার সময়ই সীতার একবার অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল এবং তিনি তাহাতে শুদ্ধা বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন। তাই পুনরায় তাঁহার বিশুদ্ধতা প্রমাণ করিবার প্রস্তাব করা হইলে তিনি বিশেষ দুঃখিত হইলেন ও সভামধ্যে আসিয়া স্বীয় মাতা পৃথিবীর

(১৬)

কিছুদিন পরে সুগ্রীব হনুমান্ ও প্রজাদিগের কয়েক জন প্রতিনিধি আসিয়া রামের নিকট বলিলেন—'সীতা বিশুদ্ধা—তাঁহার চরিত্রে কোনও দোষ নাই। অতএব এখন আপনি তাঁহাকে গ্রহণ করুন।' রাম তখন তাঁহাদের কথায় সম্মত হইয়া সীতাকে অযোধ্যায় আনাইলেন। সীতা আসিয়া বলিলেন—'লোকাপবাদ দূর করিবার জন্য আপনি আমাকে যাহা করিতে বলিবেন আমি তাহাই করিব।' রাম বলিলেন— তোমার অগ্নিপরীক্ষা হইবে। অগ্নির মধ্য হইতে যদি তুমি অক্ষতশরীরে বাহির হইয়া আসিতে পার তাহা হইলে আমি তোমাকে বিশুদ্ধা বলিয়া মনে করিব। সীতা রামের প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।*

তখন তিনশত হাত পরিমিত বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড নির্মিত হইল। সীতা পঞ্চ পরমেষ্ঠীকে† স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিলেন— আমি যদি শ্রীরাম ভিন্ন অন্য পুরুষকে স্বপ্নেও কামনা করিয়া থাকি তাহা হইলে যেন আমার দেহ অগ্নিতে ভস্মসাৎ হইয়া যায়। এই বলিয়া তিনি সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ‡

অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবার উদ্দেশ্যে রামচন্দ্র অশ্ব ছাড়িয়া দেন। সেই অশ্বকে বাধা দেওয়ার জন্য লবকুশের সহিত রামলক্ষ্মণের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধের সময় পরস্পর পরিচয় হইলে যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যায়। কৃত্তিবাসের বাঙ্গালা রামায়ণে উত্তররামচরিতের অনুরূপ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভবভূতি জৈনপদ্মপুরাণের প্রাচীন বিবরণটিকে পরিবর্তিত ও মার্জিত করিয়া স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। রামলক্ষ্মণকে পিতা ও পিতৃব্যরূপে জানিয়াও অনঙ্গলবণ ও মদনাঙ্কুশ তাঁহাদিগকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইল এ বিবরণ কবি ভবভূতির নিকট বড়ই বিসদৃশ বোধ হওয়ায় তিনি উহাকে যথোচিত পরিবর্তিত করিয়াছিলেন তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

* বাল্মীকির রামায়ণানুসারে অশ্বমেধ যজ্ঞের সময়ে বাল্মীকির শিষ্য বলিয়া পরিচিত লবকুশের মুখে বাল্মীকিরচিত রামচরিত্রবর্ণনাত্মক রামায়ণের গান শুনিয়া লবকুশকে রাম নিজপুত্র বলিয়া চিনিলেন এবং সীতা পবিত্র বাল্মীকি এই কথা সর্ব্বসমক্ষে বলিলেও জনসাধারণের পর বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তিনি সীতাকে নিজ বিশুদ্ধি প্রমাণ করিতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার নিকট দূত পাঠাইলেন।

† অর্হৎ সিদ্ধ আচার্য্য উপাধ্যায় এবং সাধু পাঁচ জনকে পঞ্চ পরমেষ্ঠী বলে।

‡ হিন্দুরামায়ণমতে লঙ্কা হইতে আসিবার সময়ই সীতার একবার অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল এবং তিনি তাহাতে শুদ্ধা বলিয়া প্রতিপন্না হইয়াছিলেন। তাই পুনরায় তাঁহাকে বিশুদ্ধি প্রমাণ করিবার প্রস্তাব করা হইলে তিনি বিশেষ দুঃখিত হইলেন ও সভামধ্যে আসিয়া স্বীয় মাতা পৃথিবীর

সমস্ত লোকে হাহাকার করিয়া উঠিল কিন্তু পবিত্রতারূপিণী সীতার অঙ্গ দগ্ধ করে অগ্নির এ সামর্থ্য কোথায়? দেবতাদিগের অনুগ্রহে সত্বর সে স্থানে নির্মল জলের একটী সরোবরের আবির্ভাব হইল। দেখা গেল সেই সরোবরের মধ্যে কমলাসনে বসিয়া রহিয়াছেন পতিব্রতা বিশুদ্ধচরিত্রা সীতাদেবী। তখন আকাশ হইতে দেবগণ সীতার সতীত্ব ও পবিত্রতার প্রশংসা করিয়া পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

দেবগণ মাতার প্রশংসা করিতেছেন ইহা শুনিয়া অনঙ্গলবণ ও মদনাঙ্কুশ দুই ভাই আনন্দিত ও আশ্চর্যান্বিত হইল। মাতাকে আগুনে ঢুকিতে দেখিয়া তাহাদের যে ভয় হইয়াছিল তাহা দূর হইল। রামচন্দ্র এতই মুগ্ধ হইলেন যে তিনি সীতার নিকটে যাইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

সীতা এত দিনে সংসারের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন সংসারে দুঃখ ভিন্ন সুখ নাই। এই কারণে সংসারের প্রতি ঘোর বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়ায় তিনি আর্য্যিকার ব্রত ধারণ করিলেন এবং কঠোর তপস্যার ফলে অচ্যুত স্বর্গে ইন্দ্রপদ লাভ করিলেন।*

(১৭)

ইহার পরেও বহুদিন যাবৎ রামলক্ষ্মণ রাজ্যসুখ ভোগ করিলেন। একদিন স্বর্গে দেবতাদিগের মধ্যে রামলক্ষ্মণের পরস্পর অতিশয় স্নেহ ও ভালবাসার প্রশংসা হইতেছিল। তখন দেবতাদিগের মধ্যে একজন এই বিষয়ের পরীক্ষার্থ আসিয়া মায়াবলে রামকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিলেন এবং রামের মৃত্যু হইয়াছে লক্ষ্মণের নিকট এই খবর পাঠাইলেন। খবর শুনিতে শুনিতেই মূর্চ্ছিত হইয়া লক্ষ্মণ মাটীতে পড়িয়া গেলেন এবং তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।†

দিকে চাহিয়া বলিলেন—'মা আমি যদি বিশুদ্ধা হই তবে তোমার বক্ষে মা আমাকে স্থান দাও।' এই বলিতে বলিতেই পৃথিবী দ্বিধা বিভক্ত হইল ভূগর্ভ হইতে এক দিব্য রথ আবির্ভূত হইল এবং সীতা সেই রথে উপবেশন করিয়া পৃথিবীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া চিরশান্তি লাভ করিলেন।

* জৈনমতে স্বর্গের সংখ্যা ষোল। অচ্যুত স্বর্গই সর্বশ্রেষ্ঠ ষোড়শ স্বর্গ। প্রত্যেক স্বর্গে একজন করিয়া অধিপতি বা ইন্দ্র আছেন। ষোড়শ স্বর্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থানে যাইতে পারেন এমন শক্তি স্ত্রীলোকদিগের নাই।

† হিন্দুরামায়ণে লক্ষ্মণের এইরূপ মৃত্যুর কথা নাই। ঐ রামায়ণে লক্ষ্মণের মৃত্যুসম্বন্ধে যে ঘটনাটী বর্ণিত হইয়াছে তাহা এই—একদিন মুনিবেশে কৃতান্ত রামের নিকট গোপনীয় কথা বলিতে আসিলেন। রাম তাঁহাকে সেই গুপ্ত কথা বলিতে বলিলে তিনি বলিলেন—'কথা শুনিবার পূর্ব্বে তোমাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে যদি কেহ আমাদের

অন্তঃপুরের মধ্যে ক্রন্দনের রোল উঠিল। জ্ঞানলাভ হইলে রামচন্দ্র লক্ষ্মণের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া শোকে মত্ত হইলেন এবং লক্ষ্মণ মরে নাই এই ধারণা করিয়া লক্ষ্মণের মৃত দেহ স্কন্ধে লইয়া ছয় মাস পর্য্যন্ত দেশদেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইলেন। তখন দেবতাগণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া শবদাহ করাইলেন।*

কিছুদিন পরে সংসারের প্রতি বৈরাগ্যবশতঃ রামচন্দ্র বিভীষণ শত্রুঘ্ন অনঙ্গলবণ সুগ্রীব প্রভৃতি ষোলহাজার বিভিন্ন দেশীয় রাজার সহিত মুনি দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বে সকলেই নিজ নিজ পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিলেন।†

---

* বাল্মীকির রামায়ণ অনুসারে ... মুনির এই কথা শুনিয়া রাম লক্ষ্মণকে ডাকাইয়া সমস্ত বিষয় বুঝাইয়া বলিয়া উহাকে দ্বাররক্ষী হইতে বলিলেন এবং কালকেও সেই গৃহে প্রবেশ করাইয়া নিভৃতে বিষয় করিলেন। অতঃপর তিনি মুনির কথামত প্রতিজ্ঞা করিলে মুনি তাঁহার নিকট গুপ্ত কথা বলিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে দুর্ব্বাসা নামক মুনি আসিয়া দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া দ্বাররক্ষী লক্ষ্মণকে রামের নিকট সংবাদ দিতে বলিলেন। লক্ষ্মণ বেশ জানেন দুর্ব্বাসার কথা না শুনিলে তিনি রঘুকুলকে শাপ দিবেন। আবার রাম যে গৃহে আছেন সে গৃহে প্রবেশ করিলেও প্রাণ হারাইতে হইবে। এইরূপ বিপদে পড়িয়া লক্ষ্মণ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করাই শ্রেয় বলিয়া বিবেচনা করিয়া রামের নিকট দুর্ব্বাসার আগমন সংবাদ জানাইলেন। এই ঘটনার পর, রাম বশিষ্ঠাদির সহিত পরামর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিবেন এই সঙ্কল্প স্থির করিলেন; কারণ ত্যাগ ও বধ উভয়ই সমান। লক্ষ্মণও গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সরযূতীরে যাইয়া যোগে বসিলেন। এই সময় ইন্দ্র আসিয়া তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গে লইয়া গেলেন।

* রাম লক্ষ্মণের শবদেহ লইয়া ঘুরিয়াছিলেন কিন্তু রামায়ণে এই কথা নাই।

† বাল্মীকি রামায়ণে রামাদির দীক্ষাগ্রহণের উল্লেখ নাই। উহাতে আছে ... রাজ্য বিভাগ করিয়া রাম ... সহ সরযূতীরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। ... ব্রহ্মাদি দেবগণ ... তিনি সশরীরে বিষ্ণুশরীরে প্রবেশ করিলেন। ব্রহ্মাদি সকলেই ... স্তব করিলেন।